সেবিকা নিবেদিতা

(নাটক)

শ্রীঅমল সরকার এম্, এ

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৫৬

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

মূল্য—দুই টাকা

"মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্য্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর্য্যবেদীতলে ;
এসব তোমারই হ'ক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
অনাগত ভারতের যে—মহামানব,
সেবিকা বান্ধবী মাতা—তুমি তার সব।"

—বিবেকানন্দ

ভূমিকা

"রামমোহনের সাধনার সিদ্ধরূপ যেমন পাই রবীন্দ্রনাথে, তেমনি রামকৃষ্ণের পাই বিবেকানন্দে। রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ সমসাময়িক হলেও তাঁদের মাঝে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেনি, এ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা এসে মিলেছেন আমাদেরই হৃদয়ে। আধুনিক বাংলার ভাবলোক এই দুই মহামানবের সৃষ্টি। বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনায় বিপ্লব দেখা দিয়েছে পরে। বাংলা দেশে অরবিন্দকে বলা চলে তার পুরোধা। রাষ্ট্রচেতনায় মানস-সংস্কৃতিতে এবং অধ্যাত্মসাধনায় যে বিপ্লব ভবিষ্য মহা-ভারতের অভ্যুদয় সঙ্কেতিত করছে, একদিন বাংলা ছিল তার সঙ্গমতীর্থ। এই বিপ্লবের ত্রিবেনী এসে যুক্ত হয়েছিল নিবেদিতার জীবনে। একটা মহাভবিষ্যের তিনি সূচনা মাত্র—ভারত-পুরুষের একটা অচিরসম্ভাবী স্বপ্ন।"

নিবেদিতার প্রকৃতিতে মাতৃভাবের এমন স্বাভাবিক সমন্বয় ছিল যা প্রতিটি মানুষকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করতো। কলকাতার প্লেগের সময় তাঁকে নিঃসঙ্কোচে ও নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ ভয়াবহ ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীর সেবা করতে দেখা গেছে। একদিন এক নিচজাতির অস্পৃশ্য একটি বালককে প্লেগে আক্রান্ত অবস্থায় নিবেদিতার ক্রোড়েই মৃত্যুকে বরণ করতে দেখা গেল। মরবার আগে ছেলেটি নিবেদিতাকে নিজের মা মনে করেই জড়িয়ে ধরেছিল। এ দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। নিবেদিতার নিজের লেখা The Web of Indian life থেকে আমরা দেখতে পাই নিবেদিতা কেমন করে প্রথম মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ দর্শন করেন। তাঁরই এক ছাত্রী কেমন করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরণের কোলে ঢোলে পড়লো—তারই জননীর বুকফাটা ক্রন্দনে পল্লীর বাতাস মুখরিত। আর এক জননী সন্তানহারা নারীকে সান্ত্বনা দেন—কেঁদ না মা, তোমার মেয়ে যে কালীর বুকে আশ্রয় পেয়েছে। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"লোকমাতা", তাইতো তিনি "সেবিকা নিবেদিতা।"

আইরিশ বিপ্লবের মাঝে জন্ম যার—পরাধীনতার গ্লানী যার বুকে নির্ম্মমভাবে বাজে সেও ঐ নিবেদিতা। মহামতী গোক্‌লে ও বালগঙ্গাধর তিলক—কংগ্রেসের নরমপন্থীও মধ্যপন্থীদের আচরণ ঠিক তাঁর মনঃপুত হয় না। তাই তিনি বরোদা থেকে আনান অরবিন্দকে। হয়তো তাঁর অবচেতন মনে প্রভাব পড়েছিল আইরিশ হোমরুলের প্রবর্ত্তক বিপ্লবী মহানায়ক চার্লস্ পার্নেলের। তাই দাঁতের বদলে দাঁত, রক্তের বদলে রক্ত—এই মন্ত্রে আবার নতুন করে দীক্ষিত হলেন নিবেদিতা। তাই অরবিন্দ বল্‌লেন—"শিখাময়ী"।

নিবেদিতা কিন্তু গুরুকে কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। স্বামীজির দেহাবসানের পর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে হয় তাঁর মতবিরোধ কিন্তু চিরদিনই তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন—"রামকৃষ্ণের নিবেদিতা, বিবেকানন্দের নিবেদিতা।"

আজ সময় এসেছে কৃতজ্ঞচিত্তে এই মহিয়সী নারীকে স্মরণ করবার। অনেকের ধারণা তিনি শুধু নারীশিক্ষারই প্রবর্ত্তন করেন আমাদের দেশে। কিন্তু বাগবাজারের একটা ছোট বাড়ী থেকে যে সেদিন ভারতের রাজনীতি, ভারতের শিল্প ও কৃষ্টি, ভারতের সাহিত্য ও কাব্য, ভারতের বিজ্ঞান পরিচালিত হতো এখবর অনেকেই রাখেন না। যদি আমরা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, কবি রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র, বিপ্লবী অরবিন্দ ও বারীন ঘোষ, রাজনীতিজ্ঞ বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, জার্নালিষ্ট মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী অবনীন্দ্র ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর জীবনী নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো তাঁদের জীবনে নিবেদিতার প্রভাব।

নিবেদিতার জীবনে এতো লোক এসেছেন যে তাঁদের প্রত্যেককে নাটকে স্থান দিয়ে নিবেদিতার জীবনকাহিনী নিয়ে নাটক লেখা খুব দুরুহ কাজ। তাই যখন বসে বসে কেবল ভেবেছি কেমন করে এই দুরুহ কাজ সম্ভব হবে কারন Dramatic effect কোথা থেকে আসবে? নিবেদিতার জীবনে আছে

—কাজ, আছে বক্তৃতা—আছে সেবা, কিন্তু তাতে নেই কোন Dramatic effect. তাই নাটক হবে একঘেয়ে। সেই সময় আমার আবাল্য বন্ধু বললেন গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করতে—'কবিমচাচার' সৃষ্টি করতে। তাই ভট্টাচার্য্য ও ভিখারিনীর সৃষ্টি।

শেষবার যখন নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি আসেন ছদ্মবেশে—এক বিলাসিনী মহিলার বেশে, ছদ্মনামে। কিন্তু তাঁর বহু জীবনীকার একথা বিশ্বাস করেন না। আমি সেই মতবিরোধের মধ্যে যেতে চাই না। তবে এতে বেশ চমকের Dramatic effect হবে মনে করেই নিবেদিতাকে ছদ্মবেশী সাহেব সাজিয়েছি। তাতে যদি সমালোচক বলেন, ইতিহাস ক্ষুন্ন হয়েছে, আমি বলবো—নাটক, নাটক—ইতিহাস নয়।

এই নাটক লিখতে অনেকগুলি পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি। তবে আমার মনে হয় অন্যান্য জীবনী না পড়লেও নিবেদিতার নিজের লেখা কখানা বই—The Web of Indian life, The Master as I saw him, Notes on Wanderings with Swami Vivekanda, Footfalls of Indian History পড়লেই দেখা যাবে তাঁর আত্মজীবনী ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। এছাড়া Lisley Raymond (শ্রীমতী লিজেল রেমঁ) কৃত 'Nivedita', শ্রীমণি বাগচির 'নিবেদিতা', প্রব্রাজিক মুক্তিপ্রাণার 'ভগিনী নিবেদিতা', শ্রীমতী সরলাবালা সরকারের 'নিবেদিতা', শ্রীমণি বাগচির 'বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র', Character Sketches—Bipin Chandra Pal প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নিকট আমি ঋণী। এই সব পুস্তক জোগাড় করে দিয়ে বন্ধুবর শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীবীরেন বসু ও শ্রীব্রজেন সেনগুপ্ত আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। বহু চরিত্র বাদ দিয়েও অনেকগুলি চরিত্র হয়েছে এই নাটকে। কাজেই কয়েকজনকে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করলে বিশেষ অসুবিধা হবে না। শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনীর কর্তৃপক্ষ এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের আয়োজন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই নাটকের প্রচ্ছদটিতে যে বজ্রচিহ্ন ছাপা হ'ল তার সম্বন্ধে শেষ দৃশ্যে উল্লেখ আছে। এই চিহ্নটি দার্জিলিংএ নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভের ওপর প্রতিফলিত আছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষদেশেও এটি উৎকীর্ণ আছে।

সবশেষে নিবেদিতার লেখা কয়েকটা কথা দিয়ে আমার ভূমিকা শেষ করি। 'আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত। আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য সমূহে সংগঠনে মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে; এবং আজিকার দিনেই উহারই নাম জাতীয়তা। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্ত্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ, আর তাহার সামনে জ্বলজ্বল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ। হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা আমার নিকট আইস। আমাকে তোমার করিয়া লও।"

অমল সরকার

—চরিত্র—

শ্রীরামকৃষ্ণ—

স্বামী বিবেকানন্দ—
"   ব্রহ্মানন্দ—
"   সারদানন্দ—
"   সদানন্দ—
"   স্বরূপানন্দ—
} —বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ

চার্লস পার্নেল—আয়ারলণ্ডের বিপ্লবী নেতা

মাইকেল ডেভিড্— ঐ

রেভারেণ্ড পিটার—ধর্ম্মজাযক (বিপ্লবী)

স্যামুয়েল নোবল্—মার্গারেটের পিতা

নুরমহম্মদ—স্বামীজির ভক্ত

মৈত্রমহাশয়—ধনাঢ্য ব্যক্তি

চক্রবর্ত্তী—পূর্ব্ববঙ্গবাসী

ঢোল—বরানগর বাসী

সাণ্ডাল— ঐ

ভট্টাচার্য্য—জনৈক পাগলা ব্রাহ্মণ

রিচার্ড—মার্গারেটের প্রেমিক

ডাক্তার—

গুড্উইন—স্বামীজির ষ্টেনো

ম্যাকনীল—মার্গারেটের প্রেমিক

গনেন্দ্রনাথ—ব্রহ্মচারী

রামভজন—
কানাইয়া—
লছমন—
} নৈনীতালের দেহাতী লোক

নিরঞ্জনানন্দ—বেলুড়ের সন্ন্যাসী
পুলিশ ইন্সপেক্টর
জগদীন্দ্রনাথ রায়—নাটোরের মহারাজ
নন্দলাল বসু—প্রখ্যাত শিল্পী
কনেষ্টবল

সতীশ—
রমেশ—
নরেশ—
} বাগবাজার পল্লীবাসী

জগদীশচন্দ্র বসু—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বকবি
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবির ভ্রাতুষ্পুত্র
অরবিন্দ ঘোষ—বিখ্যাত বিপ্লবী
সারদামণি—শ্রীমা
মার্গারেট—পরে নিবেদিতা
অবলাবসু—জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী
পিয়ারী—বাঈজী
ভিখারিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ইংলণ্ডের ডেভনের গ্রেট্‌টরেণ্টন গ্রামের এক পল্লী আবাসের কক্ষ। সময় রাত্রি।
তিন চারখানি চেয়ার ও ছোট একটি টেবিল। টেবিলের উপর প্রদীপ বা
মোমবাতি জ্বলিবে। পিছনের জানালা দিয়া বাগান দেখা যাইবে। দূরে
কোথাও আগুন লাগিয়াছিল, তাই আকাশ লাল। মঞ্চেও লাল
আলোর সমাবেশে একটা রহস্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে।
দেওয়ালে একটি পৃথিবীর মানচিত্র, অভাবে টেবিলের
উপর একটি স্থূল গ্লোব রাখিলে চলিবে। চেয়ারে
বসিয়া কয়েকজন লোক উত্তেজিত ভাবে
কথাবার্ত্তা বলিতেছে। ধর্ম্মযাজক
স্যামুয়েল মুখে পাইপ ধরাইয়া
পদচারণা করিতেছেন।)

চার্লস পার্ণেল—রাজদ্রোহীদের সব কিছুই বে-আইনী। তারা জমি কিনতে পাবে না, ব্যবসা করেতে পাবে না, আদালতে জুরির কাজ এমন কি স্কুলে মাষ্টারীও করতে পাবে না—হাতিয়ার নিয়ে চলা বা ঘোড়ায় চড়া তাদের বারণ।

মাইকেল ডেভিড্—এমন কি মরলে পর গোরস্থানের মাটিতে তাদের কবর দেওয়াও চলবে না।

রেভারেণ্ড পিটার—মুক্তি পিপাসী আয়র্ল্যাণ্ডের আর্ত্ত প্রার্থনা আর দেবতার দুয়ারে আছড়ে মারলে চলবে না। বন্ধুগণ, আর আমাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

পার্ণেল—আমাদের কাজ হবে ইংলণ্ডের প্রতিটি আইরিশের ঘরে ঘরে মুক্তির ডাক পৌঁছে দেওয়া। বৃটিশের এই জঘন্য অত্যাচার আমরা নিরবে সইবো না।

স্যামুয়েল—প্রধানমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোনকে জানিয়ে দিতে হবে যে আইরিশরাও মানুষ—ইংরেজদের মতই তাদের সমান অধিকার—আঘাতে জর্জ্জরিত দেহ থেকে তাদের যে রক্ত ঝরে সে রক্ত ইংরেজদেরই মত—ঐ আগুণরাঙ্গা আকাশের মতই লাল।

ডেভিড্‌—ইংরেজদের পদলেহনকারী দাসানুদাস হওয়ার জন্যই আইরিশদের জন্ম নয়।

পার্ণেল—প্রয়োজন হলে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য প্রতিটি আইরিশ প্রাণ দিতে এগিয়ে আসবে।

স্যামুয়েল—পার্ণেল, বন্ধু, আমরা সকলেই তোমার হোমরুলে বিশ্বাসী।

পার্ণেল—বন্ধুগণ, আজ তবে আমরা, এই মুক্তিকামী আইরিশ জনগণ, ঈশ্বরের নামে—আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির নামে শপথ করি যে আমরা যে গোপন-চক্র রচনা করেছি তার প্রতি চিরদিন বিশ্বাসী হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকবো। আমাদের এই গোপনচক্রের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা হবে দেশমাতৃকারই প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—

ডেভিড্‌—আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি—মৃত্যু।

স্যামুয়েল—অবিলম্বে আমাদের কাজ হবে প্রতি ঘরে ঘরে হোমরুলের বাণী পৌঁছে দেওয়া। আমি জানি টোরি পার্টির কিছু কিছু ইংরেজ ভদ্রলোকও আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন।

পার্ণেল—হয়তো আমরা গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রধান মন্ত্রীত্বও টলিয়ে দিতে পারবো।

(বালিকা মার্গারেটের বেগে প্রবেশ। তাহার পরনে লাল রংয়ের ফ্রক, লাল জুতো, মাথায় লাল রিবন্‌।)

মার্গারেট—ড্যাডি, ড্যাডি, বোধহয় কোথাও আগুন লেগেছে। দেখতে পাচ্ছো

না, আকাশ লাল হয়ে গেছে। আচ্ছা আঙ্কল্ পিটার, তুমি বলতে পার, আগুন লাল হয় কেন?

পিটার—আগুণ লাল বলেই তার রংও লাল।

মার্গারেট—দূর তা বুঝি? তুমি কিচ্ছু জান না? ড্যাডি, তুমি বল না, আগুণ লাল কেন?

স্যামুয়েল—উত্তাপের তারতম্যের জন্যই আগুণ সচরাচর লাল হয়। আবার কখনও কখনও নীলও হয়। বড হলে তুমি বিজ্ঞানের সব মজার মজার কথা জানতে পারবে।

ডেভিড্—আজ তাহলে আমাদের সভা ভঙ্গ হ'ক।

পার্ণেল—হাঁ, তাই হ'ক। (সকলে উঠিয়া পডিল) মার্গারেট্, মাই সুইট্ গার্ল, শুধু আগুনই লাল নয়, তোমার সর্ব্ব অঙ্গই লাল। স্বাধীনচেতা আইরিশ আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ—তাইতো মা, আজ আমরা বিপ্লবী। বিপ্লবের প্রতীক লাল রং—তাই তোমার সর্ব্বাঙ্গও লালে লাল—এই লাল রংকে ভুলো না—আর লাল রংকে মনে পডলেই বিপ্লবের জয়গান তোমাব মনে পডবে। আজ আমরা আসি। বাই, বাই, (মার্গারেটকে আদর করিয়া পার্ণেলের সকলের সহিত প্রস্থান। সর্ব্বশেষে পিটার প্রস্থানোদ্যত।)

মার্গারেট্—আঙ্কল্ (পিটারকে), তুমি যে চলে যাচ্ছ? আজ না তুমি আমাকে গল্প বলবে বলেছিলে, সেই যে যেদেশে তুমি এতকাল ধর্ম্মযাজক হয়েছিলে। মা বলেছে তুমি আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে যাবে। কাজেই তোমাকে আমি এখনই ছাডছি না। তুমি এখানে বসে আমাকে সেই দেশের গল্প বলবে।

স্যামুয়েল—আজ আর মার্গারেটের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। নাও তোমার গল্প আরম্ভ কর।

পিটার—আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার বছর আমি কাটিয়েছি সে এক আশ্চর্য্য দেশের এক আশ্চর্য্য সহরে। সে এক বিরাট দেশ।

মার্গারেট—মস্ত বড় দেশ বুঝি? কত বড় হবে আঙ্কল্? ঠাকুরমার কাছে আমি যখন ওল্ডহ্যামে থাকতাম—আঃ সে কতবড় দেশ, আর এই টরেণ্টন্—এটাও তো খুব বড় দেশ না ড্যাডি?

স্যামুয়েল—দূর পাগ্‌লী! নাও পিটার তোমার ছাত্রীকে বোঝাও দেশ কাকে বলে। আমি ততক্ষণ দেখি মেরী তোমার খাবার জোগাড় কতদূর কি করলে।

(প্রস্থান)

পিটার—ভুল হ'ল মার্গারেট। ওল্ডহ্যাম্ একটা ছোট্ট সহর আর টরেণ্টন্ তো একটা গ্রাম। এই রকম সহর ও হাজার হাজার গ্রামে ভরা সেই দেশ। আয়ারল্যাণ্ড, এমন কি সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনও তার কাছে অতি ক্ষুদ্র।

মার্গারেট—সেই বড় দেশটার নাম কি আঙ্কল্?

পিটার—সেই অপূর্ব্ব দেশটা তোমাকে দেখাই। (গ্লোব বা ম্যাপে দেখাইল) এই সেই দেশ। এর নাম ইণ্ডিয়া—ভারতবর্ষ।

মার্গারেট—ভা-র-ত-ব-র্ষ। বাঃ কি সুন্দর নাম।

পিটার—শুধু সুন্দর নামই নয়, সে এক অতি সুন্দর দেশ। জান, আমাদের দেশে যেমন দুটো ঋতু আছে—শীত ও বসন্ত কিন্তু সেই দেশে আছে ছটা—আর প্রতি ঋতুতে সে কি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা। আমরা এখানে খুব কম সময়ই আকাশে চাঁদ বা তারা দেখতে পাই। আর সে দেশে শরৎ কালের তারা ভরা আকাশে—জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে আমার মনে হতো আমি যদি সেই দেশে জন্মাতাম।

মার্গারেট—বাঃ বাঃ কি সুন্দর দেশ। আমি যাব—আমি দেখব সেই দেশ।

পিটার—এত সুন্দর, এত বিরাট দেশ, তবু তাদের দুর্ভাগ্য তারা পরাধীন। আইরিশদেরই মত তারাও ইংরেজদের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছে। তারাও আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

মার্গারেট—এমন সুন্দর ভারতবর্ষ, পরাধীন,—শৃ-ঙ্খ-লি-ত?

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কণ্যাকুমারীর বেলাভূমি। সমুদ্রতটে ছোট ছোট কয়েকটি শিলাখণ্ড দেখা যাইতেছে। অস্তগামী সূর্যের রশ্মি সাগরজলে বিলিন। কথা বলিতে বলিতে মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী পরিব্রাজক বিবেকানন্দ নুরমহম্মদের সহিত প্রবেশ।)

বিবেকানন্দ—এই শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের কথা কেউ ভাবে না নুরমহম্মদ। মায়ের শৃঙ্খল মোচন করতে কেউ কি এগিয়ে আসবে না রে ?

নুরমহম্মদ—কেন আসবে না স্বামীজি। আপনি একবার ডাক দিয়ে দেখুন না, দেখবেন সমগ্র ভারতবাসী—হিন্দুমুসলমান সকলেই আহ্বানে সাড়া দেবে।

বিবেকানন্দ—না রে, সে কাজ আমার নয়। আমার কাজ ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে পরিচালকের অভাব হবে না। এই বিশাল ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত আমি পর্য্যটন করেছি, ভারতের আত্মাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি, আর বেদান্তের সুর তাদের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছি। যদি আমাদের এই বেদান্তের বাণী বিদেশেও বহন করতে পারতাম তাহলে ইংরেজদের প্রচার—যে বর্ব্বর ভারতবর্ষকে তারা তাদের শাসনে রেখে শিক্ষিত করবার—তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করছে—এই মিথ্যা প্রচারকে জগতের সামনে তুলে ধরতে যদি পারতাম।

নুরমহম্মদ—কেন স্বামীজি, আপনি তো ইচ্ছে করলেই এ্যামেরিকায় ধর্ম্মমহাসভায় যেতে পারেন। খেতুড়ীর মহারাজও তো তাই আপনাকে বলেছেন।

বিবেকানন্দ—কিন্তু আমি এক ক্ষুদ্র ভারতবাসী, কখনও বক্তৃতা করি নি। কি করে সেই বিরাট গুণিজনের সমক্ষে বক্তৃতা করবো ? কে আমার সহায়

হবে ? দেখ নুরমহম্মদ সন্ধ্যা সমাগত, তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও। আমি ঐ শিলাখণ্ডে বসে একটু ধ্যান করবো।

নুরমহম্মদ—আমিও এখানে একটু বসি না ? বিশেষতঃ এই জনমানবশূন্য সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাবেলা আপনি একা থাকবেন। জনশ্রুতি—

বিবেকানন্দ—থাক্, তোমার জনশ্রুতি। আমি কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, আমার কোন কিছুতেই ভয় নেই।

নুরমহম্মদ—কিন্তু অশরিরী—

বিবেকানন্দ—অশরিরী আত্মারও আমার কোন ভয় নেই। গুরু বলে বলিয়ান আমি। আর কথায় সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই। তুমি এবার যাও ভাই। আমি ধ্যানে নিমগ্ন থাকবো।

নুরমহম্মদ—আপনি কখন ফিরবেন গুরুদেব ?

বিবেকানন্দ—সময় হলেই আমি নিজেই ফিরে আসবো।

নুরমহম্মদ—আমি তাহলে আসি।

(প্রস্থান)

(বিবেকানন্দ শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া ধ্যাননিমগ্ন রহিলেন।)

বিবেকানন্দ—শিব, শিব শম্ভু—(স্তোত্রপাঠ)

নমস্তু ত্বাং মহাদেব লোকানাম্ গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণ কামানাং কামপুরামরঙ্ঘ্রিপম্ ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়
কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধারায়
দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় ওঁ নমঃ শিবায়
ওঁ নমো শিবায় ॥

(স্তোত্রপাঠের পর পুণরায় তিনি ধ্যাননিমগ্ন হইলে মায়াবিনী আসিয়া উর্বশী-নৃত্যের মায়াজাল বিস্তার করিল। নৃত্যশেষে)

বিবেকানন্দ—মায়ায় জগৎ মুগ্ধ। তাই কি আমাকেও মায়ায় আবদ্ধ করবার চেষ্টা। মা, মা, কৃপাময়ী, দূর কর এই মায়াজাল।

(মায়ার প্রস্থান। ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া চণ্ডীস্তোত্র আরম্ভ করিলেন)

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

(দেবী-প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া ইসারায় তাঁহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন।)

বিবেকানন্দ—একি গুরুদেব! ঠাকুর ঠাকুর কি আদেশ তোমার? একি সাগরের ওপর দিয়ে তুমি ওপারে চলেছ আর আমাকেও তোমার অনুসরণ করতে বলছো। বুঝতে পেরেছি ঠাকুর, তোমার আদেশ আমি বুঝতে পেরেছি। ঠাকুর, ঠাকুর, আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

(শিলাখণ্ড হইতে নামিয়া আসিয়া দ্রুত প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(ওয়েলস্‌বাসী যুবক রিচার্ডের শয়নকক্ষ। রাজযক্ষ্মাক্রান্ত বিচার্ড অর্দ্ধশায়িতভাবে খাটের উপর শুইয়া আছে। একটি চেয়ারে তরুণী মার্গারেট বসিয়া আছে—তাহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।)

রিচার্ড—মার্গারেট্, কেন তুমি রোজ রোজ এখনও আস? তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমাদের মিলন ঈশ্বরের অতিপ্রেত নয়। এ বড় মারাত্মক রোগ। তুমি আর আমার কাছে এসো না। শেষে কোনদিন তোমারও—

মার্গারেট্—রিচার্ড, তুমি আমাকে তোমার কাছে আসতে বারণ করতে পারলে? তুমি কি জান না—

রিচার্ড—জানি বন্ধু, এ কথা আমার অজানা নয় যে তুমি একদিনও আমাকে না দেখে থাকতে পার না। কিন্তু তবু আমি বলবো যে তোমার এ রোগ থেকে দূরে থাকাই দরকার। এই রোগই তোমার পিতা Mr. Samuelকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল আবার এই রোগই আমাকে—

মার্গারেট্—রিচার্ড, রিচার্ড, তুমি এতো নিষ্ঠুর হয়ো না। এ সময়ে আর আমার বাবার কথা মনে করিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। ওঃ আমি আর ভাবতে পারি না। কি অপরাধ আমি করেছি যে সদাপ্রভু শৈশবেই আমার পরম বন্ধু আমার পরম স্নেহময় বাবাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। তোমার সঙ্গে আলাপ হতে সে দুঃখ আমি ভুলেছিলাম। ভেবেছিলাম ঈশ্বর এবার আমার প্রতি সদয়। একটি সুন্দর সংসারের—একটি প্রেমপূর্ণ গৃহকোণের কল্পনা করেছি।

রিচার্ড—মার্গারেট্, মার্গারেট্, আমি যেতে চাই না। তুমি আমাকে ধরে রাখতে পার না? (অতি আবেগের সহিত মার্গারেটের হস্ত ধারণ করিতে উঠিয়া বসিতে গেলে বেগে কাশী আসিয়া তাহার স্বর রুদ্ধ করিয়া দিল) আঃ আঃ

মার্গারেট্—(অতি যত্নে তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল) স্থির হও রিচার্ড। একটুও কি কমছে না? আজ ডাক্তারবাবু এখনও আসছেন না কেন? আমি দেখি ডাক্তারবাবুর কি হল?

রিচার্ড—ডাক্তার আর আমার কি করবে? না না মার্গারেট্ তুমি আমাকে একলা ফেলে যেও না। (ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার—Good evening Miss Noble.

মার্গারেট্—Good evening Doctor. You are just intime.

ডাক্তার—Then, my boy, how are you now?

রিচার্ড—আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। তুমি আর কি চিকিৎসা করবে।

"Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you planned;
Only remember me; understand
It will be late to counsel then or pray."

(আবৃত্তি করিতে করিতে আবার বেগে কাশী আসিল, মার্গারেট তাহাকে ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া দিল। ডাক্তার একটা ঔষধ ঢালিতে লাগিল।)

আঃ-আঃ—মার্গারেট্—ইশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন না। আমায় বিদায় দাও মার্গারেট্—মা-র্গা-রে-ট্—(ঢলিয়া পড়িল)

মার্গারেট্—রিচার্ড, রিচার্ড (তাহার বক্ষে লুটাইয়া পড়িল।)

ডাক্তার—(ঔষধ ঢালিয়া এধারে ফিরিয়া আসিয়া) সব শেষ। (ঔষধের গ্লাস রাখিয়া দিল) আমেন।

চতুর্থ দৃশ্য

(বরানগরের পথ। সময় অপরাহ্ন।)

মৈত্রমশায়—শুনেছেন ঢোল মশাই, এসব কি অনাচার আরম্ভ হল ?

চক্রবর্ত্তী—হঃ, ঠিক কইছেন, আপনি হলেন মহাশয় ব্যক্তি। আমাগো দেইশ্যে এ হেন অনাচার কেউ সহ্য করত না। আপনাগো দেইশ্যে—

ঢোল—থামো চক্রবর্ত্তী থামো। তোমাদের দেশের রাজা উজির আর নাই মারলে। ওসব অনেক শুনেছি। এখন অনাচারটা কি হল তাই শোনা যাক্।

সাণ্ডেল—তা মনে করুন অনাচারটা কি হল ?

চক্রবর্ত্তী—দেহেন মৈত্রমশায়, দেহেন। কয় কিনা অনাচারডা কি হইল ? আরে অনাচারের আর বাকীটা কি রইল ?

সাণ্ডেল—আরে তুমি থামো তো চক্কোত্তির পো। ভাল বিপদেই পড়া গেছে তোমাকে নিয়ে, তা মনে করুন বাবুমশাই, অনাচারটা কি হল ?

মৈত্র—সে কি আপনারা কিছুই শোনেন নি ? আমরা এই বিলেত যাবার কথা বলছিলাম। ঐ যে, ঐ যে বাগান বাড়ী দেখা যায়, ঐখানেই না কজন—

চক্রবর্ত্তী—অকম্মার ঢেঁকি—

মৈত্র—হাঁ, কজন অকর্ম্মার ঢেঁকি নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করে রাতদিন কেবল কেত্তন গায়—

চক্রবর্ত্তী—মানে ছুঁচোর কীর্ত্তন।

সাণ্ডেল—তা মনে করুন ঢেঁকি যখন তখন তো সগ্‌গে গিয়েই ধান ভাংবে।

মৈত্র—ওদের ঐ কেত্তনের জ্বালায় তো পাড়ার ভদ্রলোকদের আর বাস করা যায় না।

ঢোল—হাঁ, এটা ঠিক বলেছেন। কোন কাজকর্ম নেই, কেবল ভিক্ষা করা আর রাতদিন ঐ যা বললেন ছুঁচোর কেত্তন। সেদিন ওদের ঐ শশি ছোঁড়া এসেছিল আমার কাছে দুটো চাল চাইতে।

চক্রবর্ত্তী—তুমি অমনি দিয়া দিলা—

সাণ্ডেল—তা মনে করুন দুটো চাল বইতো নয়। দিলেই পারতে।

ঢোল—আরে তুমি থামো তো সাণ্ডেল, আমাকে কি সেই বান্দাই ঠাউরালে? আমি তাকে এইস্যা শুনিয়ে দিলাম যে পালাতে আর পথ পায় না।

মৈত্র—হাঁ, ওদেরই দলের সেই মোড়লটা, কি যেন নাম নরেন না কি—

চক্রবর্ত্তী—হাঁ, আবার ভেক্ ধইর‍্যা নাম লইছে বিবেকানন্দ।

সাণ্ডেল—তা মনে করুন বেশ গালভরা নাম—বি-বে-কা-ন-ন্দ।

মৈত্র—হাঁ, সেই বিবেকানন্দ নাকি বাঙ্গালীর মুখে চুণকালী মাখিয়ে মাদ্রাজীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে এ্যামেরিকা গেছে।

ঢোল—এ্যা, শেষকালে কিনা এ্যামেরিকায় গেছে—সেই ম্লেচ্ছের দেশে। যেখানে সবাই শুয়োর গরু খায়। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

সাণ্ডেল—সাহেবদের দেশে? মনে করুন যে দেশে মেয়ে মানুষরা গাউন পরে মনে করুন—

মৈত্র—তোমার মনে করুনের নিকুচি করেচে। আর তুই কিনা ভিক্ষা চাইতে গেলি সেই মাদ্রাজীদের কাছে। কেন আমরা বাঙ্গালীরা কি মরে গেছি চাইলে কি আর আমরা দুটো পয়সা চাঁদা দিতে পারতাম না?

চক্রবর্ত্তী—ঠিকই তো ঠিকই তো, বাবু মশায়ের নিকট ভিক্ষা চাইলে কি উনি দুডা পয়সা দিতেন না? কিন্তু বাবুমশাই, এর আগেও তো আমাগো ভারতবর্ষ হইতে মানষে বিলাত গেছে।

সাণ্ডেল—তা মনে করুন তারা সবাই বেম্মজ্ঞানী।

ঢোল—তারা সবাই ব্রহ্মজ্ঞানী। রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে, সত্যেন ঠাকুর পর্য্যন্ত। ঐ ধর্ম্মসভায় তো আর একজন ব্রহ্মজ্ঞানী প্রতা

মজুমদার গেছেন শুনেছি। তুই হিন্দু, তায় সন্ন্যাসী মানুষ তোর ঐ ম্লেচ্ছের দেশে যাবার কি দরকার ?

সাণ্ডেল—তা মনে করুন আবার সঙ্গে কটা মেমসাহেব, মনে করুন সেটা কি—

চক্রবর্ত্তী—ঠিকই তো, তোর ঐ ম্লেচ্ছের হ্যাইশে যাবার কি লাগ্যা ? আর—

মৈত্র—আর গেলিই যদি তবে ঐ মাদ্রাজীদের কাছে ভিক্ষা করতে গেলি কেন ?

চক্রবর্ত্তী—ঠিকই তো, মাদ্রাজীদের কাছে ভিক্ষা ? আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ—ওদের ভাষা কি বুঝবারই পারন যায় ? মনে হয় যেন হাডীর ভিতর মটরভাজা ফট্ ফট্ করে ফুট্‌তাছে।

ঢোল—মটর ভাজা—ফট্ ফট্ করে ফুট্‌ছে। হাঃ হাঃ বেশ বলেছে ভায়া।

সাণ্ডেল—তা মনে করুন—চাল নয়, চিঁড়ে নয়, ছোলা নয় মনে করুন একেবারে মটর ভাজা

চক্রবর্ত্তী—এই ম্লেচ্ছের দেশে যাওনের জন্য তো একডা প্রায়শ্চিত্ত্য করবার লাগে।

ঢোল—কিন্তু কথা হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের জাত আছে কি ? ওরা তো শুনি সকলের হাতেই খায়। তাই ফিরে এসে যদি প্রায়শ্চিত্ত্য না করে।

সাণ্ডেল—প্রায়শ্চিত্তির না করে তো মনে করুন আমরা আছি কি করতে ? মনে করুন একেবারে একঘরে করে ছাড়বো না। মনে করুন ধোপা নাপিত—বগ্গি সন্ন্যেসি হয়েছে বলে তো মনে করুন সবাই ইয়া বড় বড দাড়ী রাখছে না।

চক্রবর্ত্তী—কি প্রায়শ্চিত্ত্য করবা না ? বাবুমশাই আপনিই একডা বিধান দেন।

মৈত্র—আমি আর কি বিধান দেব ? তোমরা পাঁচজন সমাজের মাথা, তোমরা যা স্থির করবে তাই হবে। আমি বিধান দিলে মানছেই বা কে ?

চক্রবর্ত্তী—কি বাবুমশায়ের বিধান মানবা না? নাকে দরি লাগায়ে ঘুরাম্ না?

সাণ্ডেল—বিধান না মানলে মনে করুন আমরা কি এমনি ছেড়ে দেব?

ঢোল—সে রইলো বিদেশে, আর এখানে তার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। বেশ বলেছে, হাঃ হাঃ।

চক্রবর্ত্তী—আরে দেহ, দেহ, আমাগো পাগলা ভট্চার্য্য আইসে—

ঢোল—তাইতো পাগলা ভট্চার্য্যই তো বটে।

মৈত্র—চলো হে চলো আমরা এই বেলা সরে পড়ি। ওর তো আবার কথা-বার্ত্তার কিছুই ঠিক নেই। মানীর মান রেখে কথা বলতে জানে না।

সাণ্ডেল—ঠিক, মনে করুন কি বলতে কি বলে ফেলবে?

ঢোল—সেটা ঠিক। কিন্তু ওরই বা দোষ কি? ওতো বদ্ধ পাগল। শোনা যায় গ্রামে থাকতে ওর বিধবা মেয়েকে না কি এক গোরা পল্টন ধরে নিয়ে যায়। মেয়ের শোকে সেই থেকেই ও ঐ রকম। ওর কথায় কান না দিলেই হয়।

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ। একখানা ময়লা ছোট কাপড় পরনে। মাথার চুল রুক্ষ খোঁচা খোঁচা দাড়ী।)

চক্রবর্ত্তী—আরে ভট্চায্ যে, কি মনে কইরা—

ভট্টাচার্য্য—বাঃ বাঃ আজ আমার কি সৌভাগ্য। একেবারে চতুরঙ্গ। তা বলি চার মূর্ত্তিতে কি পরামর্শ হচ্ছে? কাকে ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করবে? তা বাজালমশায়, আর কত ঢোল বাজাবে?

ঢোল—কি যা তা বক্‌ছিস্? দেখছিস্ না সামনে বাবুমশাই রয়েছেন। জানিস্ তো উনি মানী ব্যক্তি—ওঁর সামনে একটু হিসেব করে কথা বলবি। উনি হলেন সমাজের মাথা—তাছাড়া সাহেবরা পর্য্যন্ত কত খাতির করে। উনি হলেন কিনা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

ভট্টচার্য্য—অনাহারী ম্যাজিষ্টর! হাঃ হাঃ হাঃ, ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে।

মৈত্র—(ক্রুদ্ধ হইয়া এক হাতে কোঁচান কাপড় ধরিয়া আর এক হাতে ছড়ি আন্দোলিত করিয়া) দেখলে, দেখলে তোমরা পাগলের কথাবার্ত্তা। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন (তাহাকে ছড়ি দিয়া মারিতে গেল)

চক্রবর্ত্তী—আ হা, করেন কি করেন কি, ওডা যে পাগলা, ওডা কি মনিষ্যি। ওর কথা কি ধর্ত্তব্য ?

সাণ্ডেল—ছেড়ে দিন বাবুমশাই, মনে করুন ওটা কি আর মনিষ্যি—মনে করুন ওটা একটা ফাউ।

মৈত্র—ছেড়ে দাও। আমি ওকে মেরেই ফেলবো। ব্যাটার স্পর্দ্ধা দেখছো। বলে কিনা—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। পিয়ার্সন সাহেবকে বলে আজই ওকে জেলে পুরবো।

ভট্টাচার্য্য—কি বল্‌লে আমাকে জেলে পুরবে ? জেলে পুরবে ? বলি খুব যে ক্ষমতার বড়াই করছো, পার সাহেবদের জেলে পুরতে ? এই যে আমার মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেল তা তোমরা কি করতে পারলে ?

সাণ্ডেল—তা মনে করুন যে যার বরাত নিয়ে এসেছে।

ঢোল—তেমোর মেয়ের কোন খবর পেয়েছ না কি—

ভট্টাচার্য্য—আমার গৌরী ? গৌরী তো মরে গেছে। তাকে যে একাদশীর দিন আমি জল খেতে বারণ করেছিলুম তাই তো অভিমান করে চলে গেল। গৌরী—গৌরী মা আমার।

চক্রবর্ত্তী—কপালের লিখন কি খণ্ডন যায়। ঘর যা ভট্টাচার্য্য ঘর যা।

ভট্টাচার্য্য—ঘর, ঘর কোথায়। আমার তো ঘর নেই। না না, সবই তো আমার ঘর। কিন্তু এই পোড়া দেশে কি একটা মানুষও নেই যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে—যে ইংরেজদের এদেশ থেকে দূর করে দিতে পারে। একটা লোক বোধ হয় পারে। সে আমাদের নরেন ঠাকুর।

কিন্তু সেও যে ছাই দেশে নেই। বাগানবাড়ীতে রাখাল মহারাজকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না? কিন্তু ওধার দিয়ে কে যায়?

ঢোল—কই, কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।

সাণ্ডেল—কি যাতা বকছো। মনে করুন আমরা তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

ভট্টাচার্য—দেখতে পাচ্ছ না। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ? কেবল ঢোলের মত শরীরও করেছ। ঐ তো, ঐ তো, আমার গৌরী কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া গৌরী, আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

(দ্রুত প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(লণ্ডনে বিখ্যাত সিসেম ক্লাবঘর। চারদিকে চেয়ার টেবিল সাজান রহিয়াছে।)

গুড্‌উইন্—তাহলে সেক্রেটারী সাহেবা, আজকের আসরের সব আয়োজনই সম্পূর্ণ।

মার্গারেট্—আমাদের আয়োজনের কিছুই নেই। কারণ আমাদের ক্লাব তো সাধারণ ক্লাব নয়। এটা কৃষ্টি ও কালচারের একটা প্রতিষ্ঠান। এখানে বার্ণাড্‌স থেকে আরম্ভ করে হাক্সলী পর্যন্ত বহু বড় বড় লেখক, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদ্ এসে থাকেন। আর সেণ্ট্ জেমস্ গেজেটের সম্পাদক আর, ম্যাক্‌নীলেরই চেষ্টায় ডোভার স্ট্রীটের এই ক্লাব ইংলণ্ডে বেশ বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু তোমারই চেষ্টায় আজ আমারা অতিথিরূপে পাচ্ছি এক হিন্দু যোগীকে। আচ্ছা তিনি বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারেন তো?

গুড্‌উইন্—আজকের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' তাঁর সম্বন্ধে কি লিখেছে দেখেছো?

মার্গারেট্‌—না তো। কি লিখেছে?

গুড্‌উইন্‌—লিখেছে—"রাজা রামমোহনের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতিত ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনও ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দেখা যায় নাই।"

মার্গারেট্‌—কিন্তু ম্যাক্‌নীল এখনও এসে পৌঁছল না কেন? কখন যে কি ব্যবস্থা হবে? আমি একলা আর কতদূর সামলাব?

গুড্‌উইন্‌—সত্যিই তো একলা আর কতদিক সামলাবে। তা ম্যাকনীল বোধহয় আর বেশীদিন তোমাকে একলা ফেলে রাখবে না।

মার্গরেট্‌—(লজ্জায় লাল হইয়া) Don't be Silly.

গুড্‌উইন্‌ –ঠিক আছে, তুমি ততক্ষণ ম্যাকনীলেব ধ্যান কর আমি ততক্ষণ দেখি স্বামীজি কতদূর।

(প্রস্থান কবিলে মার্গাবেট কাগজপত্র গোছাইতে ব্যস্ত এমন সময ধীবে ধীরে চিন্তিত-ভাবে ম্যাকনীলেব প্রবেশ)

ম্যাকনীল—মার্গারেট্‌।

মার্গারেট্‌—ম্যাক্‌, তুমি এসেছো। দেখো দেখি কত দেরী করলে। এখনই সেই হিন্দু যোগী এসে পডবেন। চারিদিকে সব অগোছাল হয়ে রয়েছে। আমি কতদিক সামলাই? তাছাডা তাঁকে কি কি প্রশ্ন করা হবে সেটাও তুমি এখনও ঠিক করনি।

ম্যাকনীল—মার্গারেট, আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

মার্গারেট্‌—কি বলছো ম্যাক? তোমার চোখ লাল, শরীর কাঁপছে, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

ম্যাকনীল—না মার্গারেট, আমার কোন অসুখ করেনি। আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

মার্গারেট্‌—কি বলছো ম্যাক? তুমি—

ম্যাকনীল—হাঁ মার্গারেট্, আমাকে বিদায় নিতেই হবে। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ সম্ভবপর নয়। আমার ওপর রোজের দাবী তোমার চেয়েও বেশী। সে দাবী প্রত্যাখান করবার ক্ষমতা আমার নেই।

মার্গারেট্—একি বলছো তুমি? তুমি এত নীচ? একদিন তুমি কি আমায় প্রপোজ করনি? তুমি কি বাগদান করোনি। এই আংটি—

ম্যাকনীল—আমায় ক্ষমা কর মার্গারেট্, আমায় ভুলে যেও—

মার্গারেট—দাঁড়াও যেও না। (ম্যাকনীল ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া ধীরে ধীরে নিজের আংটি খুলিয়া) এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে—এটাও নিয়ে যাও (ম্যাকনীল প্রস্থান করিলে মার্গারেটের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।) ঈশ্বর একি করলে? যখনই ঘর বাঁধবার আশা করেছি, তখনই তুমি তা চূর্ণ করে দিয়েছো। জীবনে কোনদিনই মনের কথার দোসর পাব না—হাতে হাত রেখে দেবতার কাছে প্রার্থনা করবো একসঙ্গে, এমন সাথী আমার মিলবে না—সন্তানের জননী হওয়া আমার ভাগ্যে নেই। জগতে কেউ কোনদিন আমাকে 'মা' বলে ডাকবে না। কিন্তু প্রভু, আমি কি কারও ভগ্নীও হতে পারবো না?

(গুড্উইনের পুনঃ প্রবেশ)

গুড্উইন—কেন পারবে না ভগ্নী। কে বলতে পারে, একদিন তোমাকে ভগ্নী বলে সম্বোধন করতে অনেকেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবে।

মার্গারেট—তুমি আমাকে ভগ্নী বলে সম্বোধন করছো গুড্উইন?

গুড্উইন্—কেন করবো না ভগ্নী। তুমি বোধহয় জান না যে আমি কাগজের রিপোর্টার হয়েই সিকাগোয় ধর্ম্মমহাসভায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক মহা যোগীকে দেখলাম, শুনলাম তার বাণী। প্রথমেই তিনি সম্বোধন করলেন—**Sisters and brothers of America.** মুগ্ধ হলাম আমি—মুগ্ধ হল সমগ্র জনমণ্ডলী। তারা প্রায় পাঁচমিনিট ধরে হাততালি দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জানালো।

মার্গারেট—তারপর, তারপর? তারপর তিনি কি বল্লেন তোমার মনে আছে?

গুড্উইন্—নিশ্চয়ই আছে। তিনি বল্লেন—It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you, in the name of the most ancient order of monks in the world; I thank you in the name of the mother of religious; and I thank you in the name of the millions of millions of Hindu people of all Classes and Sects. My thanks, also, to some of the speakers on this platform who, refering to the deligates from the orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honour of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the warld both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true.

মার্গারেট—Oh, how nice, how nice! তারপর কি বল্লেন—

গুড্উইন—তিনি বল্লেন—I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation.

নেপথ্যে বিবেকানন্দ—আসতে পারি?

মার্গারেট—কে? (বিবেকানন্দের প্রবেশ)

গুড্‌উইন—আসুন, আসুন স্বামীজি।

মার্গারেট—You are most welcome Sir. Please be seated.

গুড্‌উইন—ইনি Miss Margaret Noble—এই ক্লাবের প্রাণকেন্দ্র, আর ইনিই স্বামীজি যাঁর কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

বিবেকানন্দ—আমি একটু আগে এসে পড়েছি তাই ক্লাবে এখনও ভীড় হয় নি।

মার্গারেট—তাতে কোন ক্ষতি নেই। আপনি যে দয়া করে আমাদের নিমন্ত্রন গ্রহণ করে এসেছের এতেই আমরা কৃতজ্ঞ।

বিবেকানন্দ—তোমাদের কি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল গুড্‌উইন্?

গুড্‌উইন—আমরা আপনার সিকাগো বর্ত্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম স্বামীজি। আমি Miss Noble কে বলছিলাম যে সে কি অপূর্ব্ব জ্বালাময়ী বক্তৃতা।

বিবেকানন্দ—গুরুর কৃপায় সবই হয়। জয় গুরু, জয় গুরু। তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য হবে যে এর আগে আমি কখনও ইংরাজীতে বক্তৃতা করি নি। মনে মনে খুবই ভয় ছিল। কিন্তু গুরু রক্ষা করলেন।

মার্গারেট—আপনি গুরু বিশ্বাস করেন?

বিবেকানন্দ—বিশ্বাস করি কিনা জিজ্ঞাসা করছো? গুরুর কাজ শেষ করবার জন্যই আমার জন্ম। এই যে আজ আমি দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি সে সেই আমার গুরু পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়।

মার্গারেট—আমিও কি ঐ রকম গুরু পেতে পারি?

বিবেকানন্দ—কেন পাবে না? সময় হলে তিনি নিজেই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গুড্‌উইন্—আচ্ছা স্বামীজি, শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

বিবেকানন্দ—শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা নয়। মানবচরিত্র গঠন করাই এর প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। জগতে চরিত্রবলেরই

প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারা সেই চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা নিহিত আছে তাকে প্রকাশ করার নামই শিক্ষা।

গুড্‌উইন্‌—জানেন স্বামীজি, মিস্‌ নোবল্‌ একটা ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল করেছে। আপনি যে শিক্ষার আদর্শের কথা বল্‌লেন উনিও সেই আদর্শে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন।

বিবেকানন্দ—চমৎকার। এই তো চাই।

মার্গারেট—(সলজ্জভাবে) এখনও পরীক্ষাই চলছে একটা চরম সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছইনি। প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন কিছু চোখে পড়ে। শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছি কিন্তু সকলের মনের বাড় সমান হচ্ছে না। কারও কারও বুদ্ধির উন্মেষ হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে। সেটা আমারই দোষ। ওদের মনের জট কি করে ছাড়িয়ে দিতে হবে বুঝে উঠতে পারি না। ছোট ছেলের মন। পুরোদস্তুর একটা বৈজ্ঞানিক জগৎ। পুরোপুরি ফুটে ওঠবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। মনোবিকাশের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য। আমি ওদের সেটাই দিতে চাই।

বিবেকানন্দ—আর আমার দেশের দীনদরিদ্র অভাগা ছেলেরা, ঘোর অন্ধকারে ওরা ডুবে রয়েছে। এমনি শোচনীয় ওদের অবস্থা যে ধনীর হাতে লাঞ্ছনা ভুগতে ওদের জন্ম, এই ওদের ধারণা। ব্যক্তিত্ববোধ জিনিসটা ওদের নেই বললেই চলে। আজ যদি প্রতি গ্রামে ওদের জন্য আমরা বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করি, তবুও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না। পেটের ভাতের জন্য মাঠে ঘাটে খাটতে ওরা বাধ্য, এমনি কঠোর ওদের দারিদ্র্য। কিন্তু সে তো দূরের কথা। আসলে আমাদের টাকা নেই, আমরা বিদ্যাদান করব কি? মনে হয় এসমস্যা মেটবার নয়। আমি একটা সমাধানের কথা ভাবছি বহুদিন ধরে। পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদই যাবেন পর্ব্বতের কাছে। গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে না আসতে পারে, স্কুলই যাবে তাদের কাছে—মাঠে কারখানায় সব জায়গায়।

মার্গারেট—স্বামীজি (লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া)

বিবেকানন্দ—বল মার্গারেট।

মার্গারেট—তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা, আমি আসব আপনার পাশে—আপনার কাজে যোগ দেব—আমারা একসঙ্গে খাটব একই উদ্দেশ্য নিয়ে।

বিবেকানন্দ—(মার্গারেটের প্রতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া) আমি সন্ন্যাসী।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলে মার্গারেটের চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বরানগর মঠ। মঠে কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।)

ব্রহ্মানন্দ—তাইতো, অনেকদিন হ'ল নরেনের কোন খবর নেই।

সদানন্দ—কেন তিনি তো এ্যামেরিকা তোলপাড় করে বিলেত গেছেন।

সারদানন্দ—হাঁ, সেও তো অনেকদিন হ'ল। প্রথম যখন লণ্ডনে বক্তৃতা দেয় তারপরইতো ইংলিশম্যান কাগজে লেখে যে আবার আর একজন রামমোহন রায় লণ্ডনে এসেছে।

ব্রহ্মানন্দ—ভারতবাসী যে ইংরেজীতে শুধু কথাই নয় বক্তৃতা দিতে পারে এটা ওদের ঠিক ধারণা ছিল না।

সদানন্দ—শোনা যাচ্ছে লণ্ডনে নাকি তিনি শুধু বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত নন। ঘরোয়া বৈঠক এমন কি বেদান্তের ক্লাশও নাকি নিচ্ছেন এবং সেখানে নাকি তাঁকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টাচার্য্য—কাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় ?

সারদানন্দ—আরে এসো এসো ভট্টাচার্য্য এসো। বহুদিন তো এদিকে আসো নি। খবর ভাল তো ?

ভট্টাচার্য্য—আমার খবর? হাঃ হাঃ—আমার খবর? আমার খবর খুব ভাল। কিন্তু কে প্রশ্নের উত্তর দেয়? আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সে কি ফিরে আসবে না?

ব্রহ্মানন্দ—বেচারা। ও বোধ হয় নিজের মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে।

ভট্টাচার্য্য—কি বললে? আমার মেয়ে—আমার গৌরী? না না, সেতো চলে গেছে—বড় অভিমান করে মা আমার চলে গেছে। আচ্ছা সে ঐ সাহেবদের দেশে যায়নি তো? আমাদের নরেন ঠাকুরও তো ঐ দেশে গেছে। আচ্ছা নরেন ঠাকুর কবে আসবে?

সদানন্দ—তা তো আমারা ঠিক জানি না।

ভট্টাচার্য্য—আচ্ছা নরেন ঠাকুরের সঙ্গে কি তার দেখা হয় নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। নরেন ঠাকুর কি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে না? আমি শুধু একবার তাকে দেখবো—তারপর, তারপর সে চলে যাক্, আমি কিছু বলবো না।

সারদানন্দ—ছিঃ ভট্টাচার্য্য। তোমার কি এই পাগলামো সাজে?

ভট্টাচার্য্য—কি আমি পাগল? আমি পাগল? আমি দেখে নেব—আমি দেখে নেব এই ইংরেজদের। ব্যাটাদের আমি এদেশ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বো।

সদানন্দ—মিছি মিছি মাথা গরম কোর না ভট্টাচার্য্য। স্থির হয়ে বসো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শোন একখানা মার নাম গান শোন।

গান

'মা' 'মা' বলে ভাসা তরী
দেখবি কেমন যায়।
ঢেউ উঠেছে মাঝদরিয়ায়
উতরে যাবিরে মার নাম করি॥

গর্জ্জে মেঘ চমকে বিদ্যুৎ
ভয়ে যাইরে মরি।
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই রে
হাল ধর রে ভাই মার নাম স্মরি ॥

ব্রহ্মানন্দ—মা, মা, তারা ব্রহ্মময়ী !

ব্রহ্মচারী গনেন্দ্রনাথ—এই যে তোমরা সব এখানেই রয়েছো। এইমাত্র শশীমহারাজের কাছে চিঠি এসেছে।

সারদানন্দ—চিঠি ? কার চিঠি ?

গনেন্দ্রনাথ—নরেন ঠাকুরের চিঠি। সিংহল হয়ে আগামী শুক্রবার এসে পৌঁছবে।

ভট্টাচার্য্য—কি বললে ? আমাদের নরেন ঠাকুর আসছে ? বাঃ বাঃ—সে বেশ হবে—সে বেশ হবে। সঙ্গে নিশ্চয়ই গৌরীকে নিয়ে আসছে। আমি যাই গিন্নীকে খবর দিঁ। সে তো গৌরীর শোকে পাগল হয়ে গেছে। আমি কিন্তু পাগল হই নি—আমি-আমি ঠিক আছি—আমি ঠিক আছি।

(দ্রুত প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(মার্গারেটের শয়ন কক্ষ। সজ্জিত বিছানা। দুখানা কাঠের চেয়ার। এক কোনে একটি ছোট টেবিলে দুটি মূর্ত্তি—একটি যিশুখৃষ্টের আর একটি বিবেকানন্দের। সম্মুখে একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গুডউইনকে লইয়া মার্গারেটের প্রবেশ।)

মার্গারেট—এসো গুড্‌উইন্। আমার এই শোবার ঘরেই এসো। এখন আর আমার বসবার আলাদা ঘর নেই। তুমি বোধ হয় জান না আমি স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

গুড্উইন্—এর মধ্যে আবার কি হ'ল যে তোমাকে চাকরী ছেড়ে দিতে হ'ল ?

মার্গারেট—সে আর বল কেন ? আমাদের চার্চ্চের কর্ত্তাদের মত যে আমাদের সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে সাহায্য করা উচিত নয়। সেদিন এমনি এক কর্ত্তাব্যক্তির সঙ্গে আমি ফিরছিলাম। এমন সময় পথের ধারে এক কৃষ্ণকায় নিগ্রো ভিখারীকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে অতি কষ্টে ভিক্ষা করতে দেখে আমি আমার কেনা রুটিখানি তাকে দিয়েছি। এতেই বিরোধের সূত্র আরম্ভ হয়। এরই পরিণাম আমার শিক্ষয়িত্রীর পদ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন। Now I am free and expecting a call from Swamiji for visiting India.

গুড্উইন্—স্বামীজি ইংলণ্ড থেকে যাবার আগে তোমায় যেন কি লিখেছিলেন ?

মার্গারেট—ও, সেই চিঠি ? সে চিঠি আমি অতি যত্নে রেখে দিয়েছি। দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি। (টেবিল থেকে চিঠি বাহির করিয়া মাথায় স্পর্শ করিয়া খুলিল) এই নাও পড়ে দেখ।

গুড্উইন্—না না, তুমিই পড আমি শুনছি।

মার্গারেট—(পাঠ) প্রিয় মিস্ নোবল্, আমার এই নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, তোমার মন সর্ব্বসংস্কার মুক্ত ; তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে যাহা এই পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে। এই রকম আরো অনেক মানুষ আসিবে। আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো মহাপ্রাণ। জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায় ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের আহ্বানে নিদ্রিত দেবতা জাগিয়া উঠিয়া সাড়া না দিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আহ্বান চলিবে। জীবনে আর কী দরকার ? ইহা অপেক্ষা মহৎ কাজ পৃথিবীতে আর কি আছে ? আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বক্ষণের জন্য তোমাকে ঘিরিয়া থাকুক। ইতি স্বামী বিবেকানন্দ।

গুড্‌উইন্‌—কিন্তু তিনি তোমাকে ভারতবর্ষে যাবার জন্য আহ্বান করছেন না কেন ?

মার্গারেট—বোধ হয় এখনও আমার মন প্রস্তুত হয় নি। বারবার আমি তাঁকে অনুমতি ভিক্ষা করে চিঠি লিখছি কিন্তু প্রতিবারই তিনি লিখেছেন যে সময় এলেই তোমাকে জানাবো। ভগবান জানেন কখন সে সময় আসবে ?

গুডউইন্‌—আমি ভেবেছিলাম তুমিও আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবে। আমার কর্মস্থল স্থির হয়েছে ভারতবর্ষের মাদ্রাজ সহরে।

মার্গারেট—তুমি ভাগ্যবান্‌। কবে তুমি যাবে ?

গুডউইন্‌—আমি কালই যাচ্ছি।

মার্গারেট—কালই ?

গুডউইন্‌—সারাদিন বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আসতে পারি নি। তাই এই রাত্রেই এসেছি তোমার কাছে বিদায় নিতে। বিদায় ভগ্নী !

মার্গারেট—বিদায় ভাই। নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে।

গুড্‌উইন্‌—আমিও তাই আশা করি। Good night.

(গুডউইন্‌ প্রস্থান করিলে মার্গারেট আলো নিবাইয়া খাটের উপর ধীরে ধীরে শয়ন করিল। শয়ন কবিবার পূর্ব্বে দুই মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিল। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো কমিয়া আসিবে মার্গারেট নিদ্রিত হইলে একটি ফোকাস বিবেকানন্দের মূর্ত্তির উপর পড়িবে।)

মার্গারেট—(নিদ্রিত অবস্থায়) আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না ?

বিবেকানন্দ—(নেপথ্যে মাইকে) কি তোমার পণ ?

মার্গারেট—পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।

বিবেকানন্দ—জীবন তুচ্ছ। সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

মার্গারেট—আর কি আছে ? আর কি দেব ?

বিবেকানন্দ—ত্যাগ, ভক্তি, সেবা।

মার্গারেট—ত্যাগ, ভক্তি, সেবা ?

বিবেকানন্দ—হ্যাঁ, এই তিনটি দিতে পারো তো তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হবে।

মার্গারেট—বেশ, প্রতিজ্ঞা করছি—ভারতের জন্য আমি সব কিছুই ত্যাগ করবো। ভারতের দেবতাদের দেব আমার ভক্তি আর ভারতের জনগণকে দেব আমার সেবা। (বিবেকানন্দের মূর্ত্তির উপর হইতে আলো সরিয়া গেলে পুনরায় মার্গারেট নিদ্রিত হইল। জানালা দিয়া ধীরে ধীরে দেখা যাইবে প্রভাত হইতেছে। প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিলে বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইবে এবং দ্বারে করাঘাত হইবে। মার্গারেট উঠিয়া বসিল) একি সকাল হয়ে গেছে তবু আমার ঘুম ভাঙ্গেনি। কিন্তু কে ডাকছে? কে? কে?

নেপথ্যে—দরজা খোল মার্গারেট। আমি পিটার তোমার আঙ্কল পিটার।

(দ্বার খুলিয়া দিলে পক্ককেশ পিটারের প্রবেশ)

পিটার—আমি কি খুব সকালে এসে পড়েছি? তোমাকে খুবই অসুবিধায় ফেল্‌লাম মা।

মার্গারেট—না না, আমার কোনই অসুবিধা হবে না। আপনি বসুন আঙ্কল। (পিটার বসিলে) জানেন আঙ্কল আমি ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখছিলাম।

পিটার—ভারতবর্ষ—Oh ! my God ! What a beautiful Country ! আমি যখন India তে ছিলাম ওঃ, সে কি সুখের দিনই গেছে। কি সুন্দর একেকটি সহর। Calcutta, Bombay, Benaras, Agra, Delhi, Simla. Oh splendid.

মার্গারেট—আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি ভারতবর্ষে পৌঁছে গেছি।

পিটার—ভাল কথা, তুমি সেদিন বলছিলে যে তুমি বোধ হয় শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাবে। তাই আমিও ভাবলাম এই সুযোগে আর একবার সেই সোনার দেশে ঘুরে আসি। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি আর কবে আছি, কবে নেই।

মার্গারেট—বেশ তো, সে তো ভালই হবে, আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন।

পিটার—তাহলে কবে তুমি যাবে মা?

মার্গারেট—এখনও আমি অনুমতি পাই নি। তবে আমি যে কোন সময়ে আশা করছি অনুমতি আসবে। ভোরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না।

(নেপথ্যে ডাক পিওন)—চিঠি আছে। Miss Margaret Noble.

মার্গারেট—চিঠি? আমার চিঠি দাও।

(ডাক পিওন পত্র দিয়া প্রস্থান করিল)

পিটার—কোথা থেকে এল চিঠি? কে লিখেছে মা?

মার্গারেট—India থেকে। আর হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন।

পিটার—সেই হিন্দু যোগী? কি লিখেছেন তিনি?

মার্গারেট—এই যে শুনুন—

"এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্য-লাভ হবে। ভারতের জন্য বিশেষ করে ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর, একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, সর্ব্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত, তোমাকে সর্ব্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করিয়াছে।"

ওঃ আর পড়তে পাচ্ছি না। চোখের জলে আমি সব ঝাপসা দেখছি আঙ্কল।

পিটার—দেখি—দেখি আমি পড়ছি তারপর কি লিখেছেন—

"ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমায় সাগ্রহে আহ্বান করছি। যে সাধনায় তুমি আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছো—তার বিনিময়ে আমি তোমায় শোনাতে পারবো না কোন আশার বাণী—কঠোর পরিশ্রম, বিনিদ্র রজনী—অনশন, অর্দ্ধাশন—তীব্র বেদনা—হয়তো এই তুমি পাবে। এই তোমায় দিতে পারি। আমার দিক থেকে আমি আমার সমস্ত শক্তি—

সমস্ত স্নেহ দিয়ে তোমায় অবিরত ঘিরে রাখবো—I will stand by you unto death, whether you work for India or not; whether you give up Vedanta or remain in it. The tusks of elephant come out but they never go back. Even so are the words of a man". (কিছুক্ষণ পরে) স্বামীজী কি মানুষ না দেবতা? Is he a man or God? It is only India which can produce a Vivekananda. আমি তোমায় প্রণাম করি।

(দুইজনে হাত জোড় করিয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসিল)

অষ্টম দৃশ্য

(নীলাম্বর মুখার্জীর গৃহপ্রাঙ্গন। কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত বিবেকানন্দ আলোচনা করিতেছেন।)

সারদানন্দ—আচ্ছা নরেন, ঠাকুরের নামে মিশন তো প্রতিষ্ঠা করলে আবার মঠও প্রতিষ্ঠা করেছ কিন্তু সেখানে কি কেবল ভজনপূজন হোমার্চ্চনা হবে, না—

বিবেকানন্দ—না। মানুষের সেবা-পূজাই একমাত্র উপাসনা যার দ্বারা সাধক সাধনা আর সাধ্যবস্তুর সাযুজ্য ঘটে। খাঁটি দেশপ্রেমিকের নিষ্ঠা থাকা চাই আমাদের। এই যে হাজার হাজার জীব না খেয়ে মরছে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ দেখে কি হৃদয় কেঁপে ওঠে না? প্রত্যেককে বুঝিয়ে দাও সে ছোট নয়, সে ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেককে এ সত্য জানবার শেখবার সুযোগ দাও। জাগিয়ে তোল দেশবাসীকে। তাদের ডেকে বল, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত, ঝাঁপ দাও কাজে। কাজ চাই কাজ। ভালকথা, স্বরূপানন্দ, তোমার কাজ কতদূর এগোচ্ছে? মিস মার্গারেটকে সব রকম ধর্ম্মপুস্তক পড়াচ্ছ তো?

স্বরূপানন্দ—আজ্ঞে হাঁ। রামায়ণ, মহাভারতে তাঁর খুব মন বসে গেছে। আর গীতার বহু শ্লোক এখন তাঁর কণ্ঠস্থ।

বিবেকানন্দ—বেশ, বেশ, এই তো চাই।

ব্রহ্মানন্দ—দেখ নরেন, এদিকে তুমি এই বিদেশী মহিলাকে আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পডাচ্ছ অথচ আমাদের দেশের লোকেদের বেলা বলছ—শিবের পূজা না করে জীবের পূজা করো।

বিবেকানন্দ—ঠিক। মিস্ নোবলকে আগে আমাদের শাস্ত্র পড়াচ্ছি তার কারণ আগে ও আমাদের ধর্ম্মকে জানুক, তখন ও আপনা হ'তে ভারতবাসীকে ভালবাসবে—আপনা হ'তে ভারতবর্ষকে আপন দেশ বলে মনে করবে।

সদানন্দ—আর আমরা, আমরা কি ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে থাকবো না? আমরা কি বেদ পুরাণ পডবো না?

বিবেকানন্দ—বেদ পুরাণ শাস্ত্র-টাস্ত্র এখন রেখে দে কিছুদিন। মানুষ হচ্ছে জ্যান্ত ঠাকুর, প্রেম আর সেবা দিয়ে তার পূজা চালা। ভেদবুদ্ধিই হ'ল বন্ধন আর অভেদজ্ঞানেই মুক্তি। আমাদের কাজে সকল ধর্ম্মের ছেলেদেরই আমরা নেব, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সে যাই হ'ক।

ভট্টাচার্য্য—সে কি কথা ঠাকুর, খৃষ্টানদের—মানে সাহেবদের দলে নেবেন? না না, ও কাজটা করবেন না ঠাকুর। ঐ সাহেবদের—মানে এই ইংরেজ ব্যাটাদের আমি দেশছাডা করে তবে ছাড়বে।

বিবেকানন্দ—সে কি ভাই? ওদের ওপর তোমার অত রাগ কেন?

সারদানন্দ—ও, তুমি বুঝি জান না? ভট্টাচার্য্যের মেয়ে গৌরীকে একটা গোরা পল্টন ধরে নিয়ে গেছে। সেই থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

ভট্টাচার্য্য—আচ্ছা ঠাকুর, তুমি ওদের দেশ বিলেত গিয়েছিলে, সেখানে আমার গৌরীকে দেখনি?

সারদা—কে গৌরীকে দেখেনি? (সারদামণির প্রবেশ)

বিবেকানন্দ—একি মা ! (প্রণাম করিলে অন্য সকলেই প্রণাম করিল)

সারদা—ও ভট্টাচার্য্য, তুমি এসেছো ? বেশ বেশ, বোস। আজ এখানেই দুটি প্রসাদ খেয়ে যেও। কিন্তু তোমাকে তো বলেছি বাবা, ঠাকুরকে ডাকো, তিনিই তোমার প্রাণে শান্তি এনে দেবেন।

ভট্টাচার্য—যতক্ষণ তোমার পায়ের কাছটিতে থাকি আমি বেশ শান্তিতেই থাকি মা। কিন্তু তুমি তো জান না মা যে কি জ্বালা আমার বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। এ আগুন নেববার নয়, এ আগুন নেববার নয়। (গমনোদ্যত এমন সময় লাল পাড় গরদের সাড়ী পরিয়া মার্গারেটের প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।) একি, এ কে ?

মার্গারেট—স্বামীজি, স্বামীজি, আজও কি সময় হয়নি আমার দীক্ষার ? (প্রণাম করিতে গেলে)

বিবেকানন্দ—তোমার সামনে আমার মা—আমার জ্যান্ত দুর্গা, আগে ওঁকে প্রণাম কর।

মার্গারেট—মা, তুমি—তুমি মা ? (প্রণাম করিল)

সারদা—(তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন) থাক্ থাক্ মা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক। ওরে তোরা দেখ্ দেখ্, নরেন কেমন শ্বেতপদ্ম এনেছে ঠাকুরের পূজার জন্য।

ভট্টাচার্য্য—(আপন মনে) শ্বেতপদ্ম ! শ্বেতপদ্ম !

মার্গারেট—একি মা, আমি ম্লেচ্ছ, আমাকে তুমি স্পর্শ করলে ?

সারদা—ওরে ঠাকুরের কাছে কি জাত আছে ? তিনি যে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করবার জন্যই অবতার হয়ে এসেছিলেন। জান তো মা আমার নরেনও সকলের হাতে খায় কোন বাচবিচার নেই ওর।

ভট্টাচার্য্য—(মার্গারেটের খুব নিকটে আসিয়া তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া (শ্বেতপদ্ম ! শ্বেতপদ্ম ! হলেই বা শ্বেতপদ্ম, তোমার চোখ দেখে

মনে হচ্ছে তুমিই পারবে—তুমিই পারবে—তোমাকেই আমার অস্ত্র করবো—হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

মার্গারেট—পাগল না কি ?

সদানন্দ—বড় দুঃখেই আজ ও ঐ রকম হয়ে গেছে। অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা মেয়ের কথা ভেবে ভেবে আজ ওর এই অবস্থা।

সারদা—নরেন, ভট্টাচার্য্যের চোখের দৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগলো না। কে জানে আমার এই মেয়ের কি সর্ব্বনাশ করবে। তুমি বোস মা, নরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলো, আমি তোমার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করি।

(প্রস্থান)

মার্গারেট—স্বামীজি, কি করে আপনার সব চাইতে বেশী সেবায় লাগবো ?

বিবেকানন্দ—ভারতকে ভালবেসে, তার সেবা করে। এ দেশের অন্তর হতে নিরন্তর প্রার্থনা উৎসারিত হচ্ছে দ্যুলোকের পানে। পূজা করতে শেখ এ দেশকে। ভালকথা তোমার থাকার জন্য বাগবাজারে একটা বাড়ী নেওয়া হয়েছে। আর সদানন্দ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। উনি দীক্ষিত সন্ন্যাসী।

মার্গারেট—সকলকেই দীক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু আমায় আজও দীক্ষা দিলেন না কেন ?

বিবেকানন্দ—তোমাকে তোমার পূর্ব্ব জীবন, পূর্ব্ব সংস্কার, পূর্ব্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে হবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করতে হবে যে, তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, ভারতবাসীই তোমার জাতি। আমার ভারতমন্ত্র আজ হতে তোমার জপমন্ত্র হ'ক। তুমি প্রস্তুত।

মার্গারেট—আমার বেশভূষা, আমার আচার আচরণ এসব দেখেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না আমি প্রস্তুত কি না। আমায় দীক্ষা দিন গুরুদেব, আমার প্রাণ আজ বড়ই ব্যাকুল। (পদধারণ)

বিবেকানন্দ—ওঠো মার্গারেট। তোমার জন্মমুহূর্তে অশেষ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে তোমার মা আকুল কণ্ঠে দেবতাকে নিবেদন করলেন—

(নেপথ্যে মাইকে নারী কণ্ঠ—ঠাকুর, আমার সন্তানকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম।)

বিবেকানন্দ—সেইদিন হতেই তুমি নিবেদিতা। আজ থেকে তোমার নাম হল 'নিবেদিতা'।

(মাইকে—বিবেকানন্দের নিবেদিতা, শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(হিমালয় পাদদেশে নৈনীতাল পর্ব্বতের এক অংশ। হিমালয়ের চূড়া দেখা যাইতেছে। দূরে নৈনী দেবীর মন্দিরও দেখা যাইতেছে। তাঁবুর বাহিরের অংশ। কয়েকজন দেহাতী লোকের সঙ্গে বৃক্ষতলে সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রভৃতি বসিয়া আছে। একটি অপরূপ সুন্দরী বাঈজী নৃত্য করিতেছে। তাহার নৃত্যে কিন্তু লাস্যভাব নাই, আছে পূজারিণী ভাব। নৃত্য শেষ হইলে)

কানাইয়া—আজকের নাচ কিন্তু বেশ জমলো না। তোমার কি হয়েছে পিয়ারীবাঈ ?

পিয়ারী—কেন আমি তো মন প্রাণ দিয়েই আজ নেচেছি। কেন যে তোমাদের ভাল লাগলো না তা তো বুঝতে পারছি না। তবে আজকের নাচের মধ্যে বাঈজীর ছলাকলা ছিল না এটা ঠিক।

রামভজন—ঠিকই তো, নাচ যদি নাচের মত না হ'ল তো সে নাচ নাচবার কি দরকার ? নাচ হবে এই রকম—(নানা রকম বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্যের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিল)

পিয়ারী—ছিঃ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে নৈনীদেবীর মন্দির। আর পেছনে ঐ তাঁবুটা কার জান ?

লছমন—নেহি, ও কৌন্ হ্যায় ?

পিয়ারী—ভারতবিখ্যাত এক সন্ন্যাসী আছেন ঐ তাঁবুতে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে। আমিও যাব তাঁর কাছে। (গমনোদ্যত)

নিরঞ্জনানন্দ—কখনই না, স্বামীজির সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

পিয়ারী—কেন ? আমার কি অপরাধ ?

সদানন্দ—তোমার অপরাধ কি তুমি জান না ?

স্বরূপানন্দ—তুমি বাঈজী—সমাজপরিত্যক্তা—পতিতা।

(নিবেদিতার সহিত বিবেকানন্দের প্রবেশ)

বিবেকানন্দ—ছিঃ, তোমরা না সন্ন্যাসী! ঠাকুরের শিক্ষা কি তোমরা ভুলে গেছ? তিনি কি বলেননি যে প্রত্যেক নারীর মধ্যে 'মা' লুকিয়ে আছেন।

নিবেদিতা—সে কি গুরুদেব?

বিবেকানন্দ—তোমাদেরই বা কি দোষ দেব। এমনি ভাব আমারও একদিন হয়েছিল। খেতুরীর মহারাজের পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে তিনি এক উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে এমনি এক নারী তার নৃত্যের দ্বারা আমাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। ঘৃণায় আমি সেই উৎসব বর্জ্জন করে চলে আসতে যাই। তখন সেই নারী আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিল। সে গেয়ে উঠল—"প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈনাম তুমহারো, এক লোহ পূজামে রহত হৈ, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো। পারশকে মন দ্বিধা নেহী হোয়, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।" সেই সময় আমার চক্ষুর সম্মুখ হ'তে একটা পর্দ্দা সরে গেল এবং সবই যে এক বই দুই নয় এই উপলব্ধি আমার হল।

নিরঞ্জনানন্দ—কিন্তু এযে বাঈজি—পতিতা।

বিবেকানন্দ—নিবেদিতা, তোমার নিশ্চয়ই বাইবেলের গল্প মনে আছে। এমনি এক পতিতা মেয়েকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল জনতা। প্রভু যিশু তাতে বলেছিলেন—"তোমাদের মধ্যে প্রথম কে পাথর ছুঁড়বে? কে সে নিষ্পাপ?" তার পরের ঘটনা নিশ্চয়ই তোমাদের আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও মা?

পিয়ারী—আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে আপনার কথা শুনছিলাম স্বামীজি। আমি আপনাকে দেখতে এবং প্রণাম করতে চাই। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন?

বিবেকানন্দ—আমার কথা শুনেও কি তোমার সন্দেহ যায় নি।

পিয়ারী—(ভক্তিভরে প্রণাম করিল) আমার প্রণাম গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন স্বামীজি। আমার এই সামান্য প্রণামী গ্রহণ করুন, (একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিল) দেশের কাজে এটা ব্যয়িত হ'ক এই আমার ইচ্ছা।

বিবেকানন্দ—(স্বর্ণমুদ্রাটি তুলিয়া লইয়া) নিবেদিতা এটি তুমি গ্রহণ করো। তোমার প্রস্তাবিত স্কুলের প্রয়োজনে লাগবে।

পিয়ারী—ইনি স্কুল করবেন?

বিবেকানন্দ—হাঁ মা। এই বিদেশিনী মহিলার নাম ভগ্নী নিবেদিতা। ইনি আমাদের দেশকে ভালবেসে এই দেশেরই মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা স্কুল করবেন। আমাদের দেশের মেয়েদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। প্রকৃত শিক্ষা পেলে হয়ত অনেক বিপথগামিনী হ'ত না।

পিয়ারী—আজ আসি ভগ্নী, তোমার স্কুলের জন্য আমি আমার যথাসাধ্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। (প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে দেহাতী লোকগুলিও প্রস্থান করিল)

নিবেদিতা—আজ অনেক ঘোরা হয়েছে। এইখানেই খানিক বিশ্রাম গ্রহণ করুন গুরুদেব।

বিবেকানন্দ—(বসিয়া) ওরে আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লাগছে রে, কেবল ঠাকুরের কথাই মনে হচ্ছে।

গান

"দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি,　　নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি' পরে॥
ভূতলে অতুল মণি,　　কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা,　　গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজপথ। কয়েকজন লোক কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।)

মৈত্র—তারপর ঢোল মশাই, কেমন আছ হে ভায়া ?

ঢোল—আর থাকাথাকি দাদা—এই কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়।

চক্রবর্ত্তী—কি কইলে পাপক্ষয় ? আরে পাপের আর বাকীডা কোনখানে ? আমাগো বিবেকানন্দ মহারাজ আবার বিলাত হতে কয়ডা ম্যমসাহেবেরে আইন্না শিষ্যা বানাইছে।

সাণ্ডাল—মনে করুন খড়ির মত রং, পুতুলের মত দেখতে—মনে করুন তাকেই বলে মেম।

ঢোল—হাঁ শুনছিলাম আবার একটা মেমকে দিয়ে নাকি তামাক সাজায়। কোনদিন শুনবো হয়তো মেমসাহেবেরা হুকো করে নিজেরাই তামাক খাচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

চক্রবর্ত্তী—কি কইলে ? ম্যামসাহেব তামুক খায়। হাঃ হাঃ হাঃ।

সাণ্ডাল—মেমসাহেব তামাক খায়। মনে করুন আসল বিষ্টুপুরের দাকাটা তামাক।

মৈত্র—তুমি থাম সাণ্ডাল, বল কি হে ? মেমসাহেবকে দিয়ে তামাক সাজায় ? এত বড় অনাচার সাহেবরা সহ্য করে আছে ? আমি আজই পিটার্সন সাহেবকে বলে দেব।

সাণ্ডাল—তা মনে করুন পিটার্সন সাহেবটা কে ?

চক্রবর্ত্তী—তা আমাগো পিটরসন সাহেবডা কেডা ?

মৈত্র—আরে পিটার্সন সাহেবের নাম শোননি। আমাদের জজ সাহেব গো জজ সাহেব।

(এই সময় একজন ভিখারিনীর প্রবেশ। তাহার বেশ মলিন, ছিন্ন। তাহার চুল রুক্ষ জটাজুট। তাহার ছিন্ন অঞ্চল লুটাইতেছে। দেখিলে মনে

হয় এককালে সে খুবই সুন্দরী ছিল। আজ শুধু তার চক্ষুদুটি জলজল করিয়া জলিতেছে। তাহার চক্ষের দিকে তাকাইলে ভয় করে।)

ভিখারিণী—সকাল বেলা হরি নামের বদলে তোমরা বুঝি সাহেবদের নাম কর? তা বেশ, তা বেশ। আমায় একটা পয়সা দাওনা গো। আজ দুদিন কিছু খাইনি।

মৈত্র—দূর হ, দূর হ। আরে এ যে ক্রমেই কাছে আসে।

ভিখারিণী—একটা পয়সা দাওনা বাবু। তোমার তো অনেক পয়সা।

মৈত্র—আরে আরে, এই পাগলীটা যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আরে দূরে দাঁড়া, দূরে দাঁড়া, তোর চুল থেকে যে উকুন উড়ে আসছে। এঃ কি দুর্গন্ধ। (নাকে রুমাল দিয়া এদিক ওদিক কবিতে লাগিল।

সাণ্ডাল—আরে মলো যা, মনে করুন পাগলীটা যে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

চক্রবর্ত্তী—আরে করস্ কি। করস্ কি? তুই কে রে?

ভিখারিণী—আমি কে? আমি মহামায়া গো। আমায় চেনো না? লোকে বলে আমি পাগলী। আমি ডাইনী।

ঢোল—ওরে বাবা, ডাইনী!

সাণ্ডাল - ডাইনী? বাবা গো—

ভিখারিণী—হিঃ হিঃ, আমি ডাইনী। আমি আস্ত আস্ত মানুষের ছানা চিবিয়ে খাই। তাই তো আমার এই অবস্থা। আজ দুদিন কিছু খেতে পাইনি। আমার নিশ্বাসে বিষ আছে—সব শুকিয়ে যায়।

চক্রবর্ত্তী—ওরে বাবারে এ কয় কি? বাবুমশাই কি হইব?

ঢোল—আর বাবুমশাই? চাচা আপন প্রাণ বাঁচারে চক্রবর্ত্তী। শেষকালে ডাইনীর হাতে প্রাণটা দিতে হবে নাকি?

সাণ্ডাল—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—মনে করুণ আমি আর নেই—

ভিখারিণী—না না, তোমরা যেও না। একটা দুটো পয়সা দিয়ে যাও। আমি যে দুদিন কিছু খাইনি। তবু কি তোমাদের দয়া হয় না?

(গঙ্গাস্নান সারিয়া স্বামী সদানন্দের প্রবেশ)

সদানন্দ—সে কি মা, দুদিন তুমি কিছু খেতে পাও নি? এই নাও অপাততঃ এই টাকাটা ধর। পরে—

ভিখারিণী—একি, তুমি আমাকে পুরো একটা টাকা দিয়ে দিলে? তুমি কি মানুষ?

সদানন্দ—হাঁ বাছা আমিও তোমাদেরই মত মানুষ। দেখ, কাল কালীপূজা জান তো? কাল তুমি বাগবাজারে ১৭ নম্বর বোস পাড়া লেনে এস।

মৈত্র—সেখানে কি আছে হে সন্ন্যাসী ঠাকুর?

চক্রবর্ত্তী—তোমাগো মচ্ছব হবে বুঝি?

সাণ্ডাল—তা মনে করুন সেখানে যে যাবে সেই বুঝি খেতে পাবে?

সদানন্দ—সে দিন ঐ বাড়ীতে সিস্টার নিবেদিতার স্কুল প্রতিষ্ঠা হবে। স্বামীজি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করবেন। শ্রীমাও উপস্থিত থাকবেন। আমি তো আজকাল ঐ বাড়ীতেই থাকি। সিস্টারের ইচ্ছে সেদিন দরিদ্রনারায়ণের সেবা হবে। তুমি এসো কিন্তু বাছা।

(প্রস্থান)

ভিখারিণী—নিবেদিতা, একটা টাকা। বেশ বেশ। নিবেদিতা—একটা টাকা। (প্রস্থান)

মৈত্র—দেখলে দেখলে বিট্‌লে সন্ন্যাসীটার কাণ্ড। পাগলীটাকে একটা পুরো টাকা দিয়ে দিলে। ব্যাটাদের টাকার গরম হয়েছে?

চক্রবর্ত্তী—ঠিকই তো, টাকার গরম।

সাণ্ডাল—তা মনে করুণ একটা আস্ত টাকা।

ঢোল—ব্যাটারা নিজেরা খেতে পায় না আবার টাকার গরম। যেন আর কেউ ভিখারীদের ভিক্ষা দিতে পারে না!

চক্রবর্ত্তী—ঠিক কয়ছেন ঢোল মশাই। আমাগো বাবুমশাই কি আর একডা টাকা দিতে পারেন না? এমন একডা মানী লোকের নাকের ডগার উপর টাকার গরম। যত সব!

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টাচার্য্য—এই যে চতুরঙ্গ উপস্থিত।

চক্রবর্ত্তী—এই মইরেচে। পাগলা ভট্‌চার্য্য এসে পইরেছে।

ভট্টাচার্য্য—তোমরা চতুরঙ্গতো এখানেই রয়েছ। বলি এখান দিয়ে একটা ভিখেরী মেয়েমানুষ গেল দেখলে তো। ও কে জান?

ঢোল—ও একটা পাগলী

চক্রবর্ত্তী—ওডা একটা ডাইনী

সাণ্ডাল—আমি বলছি, আমি বলছি—মনে করুণ শুধু পাগলী নয়—ডাইনী

ভট্টাচার্য্য—পাগলী, ডাইনী? না না পাগলীও নয় ডাইনীও নয়। ওর চোখ দুটো দেখেছ?

ঢোল—হ্যাঁ, চোখ দুটো দেখলেই ভয় করে

সাণ্ডাল—তা মনে করুন গাটাও বেশ ছম্‌ছম্‌ করে।

ভট্টাচার্য্য—কিন্তু কি সুন্দর!

চক্রবর্ত্তী—সুন্দর না ছাই। মনে হইলেই আমার প্রাণডা আঁৎকাইয়া উঠে। কয় কি না সুন্দর। হঃ যত সব!

ভট্টাচর্য্য—না না, ঐ চোখ যেন আমি কোথায় দেখেছি। কোথায়, কোথায়—

(ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বাগবাজারে নিবেদিতার বাসগৃহের সম্মুখস্থ পথ। সম্মুখে ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীটি দেখা যাইতেছে। পল্লীর কয়েকজন যুবক কথাবার্ত্তা বলিতেছে।)

সতীশ—আর তো ভাই পড়ায় থাকা দায় হ'ল।

রমেশ—সত্যিই ম্যাথরগুণো বোধহয় ধর্ম্মঘট করেছে। চারিদিকে ময়লার স্তূপ—

নরেশ—আর কি দুর্গন্ধ রে বাবা।

সতীশ—কিন্তু ম্যাথরগুণো ধর্ম্মঘট করবার সময় পেলে কোথায়? তার আগেই তো প্লেগে একেকজন পটল তুলছে।

রমেশ—তা বটে। দেশটাকে একেবারে উজাড় করে দিলে।

নরেশ—সেবারে ওলাওঠাতেও এতো কাৎ করতে পারেনি যতটা এবার প্লেগে করেছে।

সতীশ—ওলাওঠাতেও তবু শিতলা পূজা করে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু এই প্লেগ্ যে বাবা একেবারে যমরাজে বাহন।

রমেশ—প্রথমে দেখাগেল ইদুরগুণো ফুলে ফুলে মরছে, তারপরই মানুষের গলা ফুলতে আরম্ভ করল—

নরেশ—আর সেই ফোলা সাঙ্গ হল যখন একেবারে মরে ফুলে পড়ে রইল।
(এই সময় ভিখারিণীকে দেখা গেল মাথায় এক মস্ত ঝাঁকা লইয়া প্রবেশ করিতে।)

সতীশ—এই মরেছে। এ আবার কে রে?

নরেশ—এটা সেই পাগলীটা না?

ভিখারিনী—(দাঁড়াইয়া) হাঁ গো বাবু পাগলী। হাঃ হাঃ

রমেশ—তা অত হাসছিস্ কেন রে?

ভিখারিণী—হাসবো না—আমি যে পাগলী আর তোমরা যে ভদ্রনোক—হিঃ হিঃ হিঃ।

সতীশ—যা যা পালা এখান থেকে। পালা বল্‌ছি।

নরেশ—কি গন্ধ রে বাবা (সকলে নাকে রুমাল দিল)। এর কাপড চোপড থেকে কি গন্ধ বার হচ্ছে। ফুঃ ফুঃ

রমেশ—না না, এই ঝুড়িটা থেকেই গন্ধ বার হচ্ছে।

সতীশ—ওরে ও পাগলী এতে কি আছে ?

ভিখারিণী—এতে কি আছে ? হাঃ—হাঃ—হিঃ হিঃ। এতে আমার খাবার আছে গো। তোমরা খাবে না কি ? হাঃ হাঃ হাঃ

সতীশ—খাবারে আবার এত দুর্গন্ধ থাকে না কি ?

ভিখারিণী—বারে, আমি যে পাগলী—পচা ধসা না হলে আমি খাবার পাব কোথায়। তোমাদের মত আমার কি রাজভোগ জোটে ? তোমরা বুঝি জান না আমি যে ডাইনী। ছোট ছোট ছেলেদের পচা মাংস যে আমার খুব প্রিয়। বলে নিজের মেয়েটারই মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌লুম। হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ।

রমেশ—যা যা আর পাগলামী করতে হবে না। গন্ধর চোটে নাড়ী উঠে আসছে।

নরেশ—যা দূর হ (সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিতে গেলে নিবেদিতা ও সদানন্দের প্রবেশ। সদানন্দের হাতে একটা রাস্তা পরিষ্কার করবার বড বুরুশ। নিবেদিতার পরনে ফ্রকের উপর সাদা এপ্রন।)

নিবেদিতা—ছিঃ ছিঃ। তোমরা এতদূর কাপুরুষ যে একটা মেয়েমানুষকে তিনজনে মিলে তাড়া করছো। ছিঃ ছিঃ। আর জান এই ভিখারিণী ঝুড়ি করে কি নিয়ে যাচ্ছে ?

সতীশ—সেই কথাই তো আমরা ওকে জিজ্ঞেস করছিলুম।

রমেশ—তাতে ও বল্লে যে ঝুড়িতে পচা মাংস আছে।

নিবেদিতা—পচা বটে কিন্তু মাংস নয়—আছে পচা ইঁদুর।

নরেশ—পচা ইঁদুর ! (ভয়েতে তিনজনেই পিছাইতে লাগিল)

সদানন্দ—তোমরা কি মানুষ? সিষ্টার নিজে পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে বলে এসেছেন যে বাড়ীর বাইরে যেন জঞ্জাল ফেলা না হয়। বাড়ীতে এক জায়গায় জড করে রেখে একসময় যেন বড রাস্তায় ফেলে আসা হয়। তোমরা তো সে দিকে কোন নজরই দিলে না উপরন্তু এই ভিখারিণী মেয়েটি তোমাদের সকলের উপকার করতে যেখানে যত মরা ইঁদুর পডে আছে সব তুলে নিয়ে নিজের মাথায় করে নিয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছে—আর তোমরা তাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক্ তাকেই মারতে যাচ্ছ। ছিঃ ছিঃ। এদিকে চেয়ে দেখ এক বিদেশী মহিলা তোমাদের দেশে এসে তোমাদের দেশকে ভালবেসে তোমাদের জন্যই আজ নিজের হাতে মেথরের কাজ করে এলেন তোমাদের পাড়ায়। এবার আবার ঐ পাড়ায় চলেছেন। এতেও কি তোমাদের লজ্জা হয় না—তোমাদের শিক্ষা হয় না?

সতীশ—সত্যিই আমাদের অন্যায় হয়েছে সিষ্টার। আমরা আর একাজ আপনাকে করতে দেব না।

নিবেদিতা—সে কি ভাই মানুষের সেবা করা কি অন্যায়?

রমেশ—না সিষ্টার অন্যায় নয়, আপনি আজ সেবিকার রূপ নিয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন।

নরেশ—আপনার কাজ আমরা নিজের হাতে তুলে নিলাম। (কেহ ঝাঁটা লইল, কেহ বালতী ও কেহ বুরুশ লইল)

সতীশ—আপনি শুধু আমাদের পরিচালিত করুন। আপনি খুবই পরিশ্রান্ত।

নিবেদিতা—সত্যিই তোমরা আজ আমাকে যে আনন্দ দিলে সে রকম আনন্দ আমি বহুদিন পাই নি। তোমাদের সাহায্য পেলে আমি বাগবাজার থেকে প্লেগকে সমূলে হটাতে পারবো। জয় গুরু জয় গুরু।

ভিখারিণী—তুমি কে মা?

সদানন্দ—তুমি চেন না? উনি যে সিষ্টার—ভগ্নী নিবেদিতা।

নিবেদিতা—তুমি বাছা এগুলো ফেলে এসে আজ আমার বাড়ীতে দুটি আহার করবে। কি সদানন্দ স্বামী, তুমি মাথা নীচু করছো কেন? ও বুঝেছি, আজ চাল বাড়ন্ত। তাতে কি হয়েছে, আমাদের দুজনের অন্ন থেকে এর জন্য দুটো হয়ে যাবেখন। তুমি কিন্তু নিশ্চয়ই এসো বাছা।

ভিখারিণী—আমি পাগলী ছাগলী লোক কিছুই বুঝি না। তুমি সিষ্টার হও আর যেই হও আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার রূপ—তুমি তো মানুষ নও তুমি দেবী—তুমি ভগ্নী নও—তুমি মা—তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা। তোমাকে একটা প্রণাম করি।

চতুর্থ দৃশ্য

(নিবেদিতার কক্ষ। নিবেদিতার সহিত বসিয়া আছেন জগদীশ বসু, নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবলা বসু।)

জগদীশ—তারপর কবি, তোমার নতুন কি কবিতা লেখা হল একবার নিবেদিতাকে শুনিয়ে দাও।

রবীন্দ্রনাথ—এবার একটা গান লিখেছি।

অবলা—গান, তাহলে তো আরও ভাল। কবির নিজের কণ্ঠেই সুরের ঝঙ্কার উঠুক।

নিবেদিতা—সত্যিই কবি, আপনার গান আমার এতো ভাল লাগে। সেদিন টডের 'রাজস্থান' পড়ছিলাম। তাতে দেখলাম যে রাজস্থানে একদল কবি স্বদেশী গান লিখতো আর সেই গান চারণ চারণীদের কণ্ঠে পাহাড়ে পর্ব্বতে ধ্বনিত হত। দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতো।

অবলা—আমাদের কবিও এ বিষয়ে কিছু কম যান না।

রবীন্দ্রনাথ—জানি না আমার লেখা গান আপনার ভাল লাগবে কি না আচ্ছা তা হলে গাই শুনুন—

গান

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমল মূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥
তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল বহা
মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে-যে কী বা তোমায়
দিয়েছি মা।

আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমার শক্তি দিলেন
শক্তি দাতা ॥"

নিবেদিতা—অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব। জানো খোকা (জগদীশ চন্দ্রের প্রতি) কবির সম্বন্ধে আমার কি ধারণা ?

জগদীশ—বলুন, বলুন আপনার কি ধারণা।

নিবেদিতা—কবিকে আজও দেশবাসী চিনতে পারলে না। কিন্তু একদিন আসবে যে দিন কবির লেখা গান দেশের ছেলে মেয়েদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হবে। হায়রে আজও দেশবাসী কবিকে প্রকৃত সম্মান দিতে পারলো না।

রবীন্দ্রনাথ—আমার গান যদি সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই তো আমার প্রকৃত সম্মান। (ঐ সময় নাটরের মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায়কে লইয়া ঠাকুর বাড়ীর তরুণ যুবা সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রবেশ।)

সুরেন্দ্রনাথ—জান কাকা (রবীন্দ্রনাথকে) মহারাজকে সিষ্টারের স্কুল দেখিয়ে আনলাম।

নিবেদিতা—ভারি তো ছোট্ট স্কুল ! বসুন মহারাজ, তুমিও বোস সুরেন।

জগদীন্দ্র—সত্যিই খুব খুসী হলাম আপনার স্কুল দেখে।

সুরেন্দ্রনাথ—দেখুন মহারাজ, এই বিদ্যালয় হতে কালে বড় একটা কিছু গড়ে উঠবে। ছাত্রীরা কেমন স্বচ্ছ আনন্দে এখানে বেড়ে উঠছে। দেশের ভবিষ্যৎ দৃপ্ত মহিমাকে নিবেদিতা এমনি করে রূপ দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ—আচ্ছা সিষ্টার, আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে তো যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে। তার খানিকটা অংশ আমরা ছেড়ে দিতে পারি আপনার স্কুলের জন্য। আসুন না আপনার স্কুল শুদ্ধ ঐখানে।

নিবেদিতা—না, তা হয় না। অতবড় রাজকীয় ব্যাপার আমার সহ্য হবে না। আমার বাগবাজারের এই ছোট্ট বাড়ীই বেশ।

অবলা—মিথ্যে কবি, আপনি নিয়ে যেতে চান আপনার রাজকীয় পরিবেশে। আপনিই তো লিখেছেন বনের পাখী বনেতেই সুখে থাকে—সোনার খাঁচা আর সোনার শেকল তার সহ্য হয় না।

নন্দলাল—সিষ্টার এই বাগবাজার পাড়াটাকে ভালবেসে ফেলেছেন। তাই তো আমি এতক্ষণ এই বাড়ীটা আঁকবার চেষ্টা করছিলাম।

নিবেদিতা—দেখি দেখি কেমন হয়েছে? বাঃ বাঃ কি সুন্দর এঁকেছে শিল্পী। একদিন দেখে নিও যে কোন বিদেশী শিল্পীর উপরে তোমার স্থান হবে।

রবীন্দ্রনাথ—দেখুন সিষ্টার, আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে ভাল করে ইংরেজী শেখাবেন?

নিবেদিতা—সে কি! ঠাকুর বংশের মেয়েকে একটি বিলেতী খুকী বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?

রবীন্দ্রনাথ—ইংরেজী ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফৎ যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা।

নিবেদিতা—ঠাকুর বাড়ীর ছেলে হয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় আপনি এতই আবিষ্ট হয়েছেন যে নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান? বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি? বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করি না। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। আজ বার বার আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সত্যিই আমি খুব দুঃখিত।

অবলা—কবির মনেও একটা স্কুল করবার কথা জেগেছে। উনি সেদিন বলছিলেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশে একটা স্কুল স্থাপন করবেন।

নিবেদিতা—সে খুব চমৎকার প্রস্তাব। আমার সহযোগীতা নিশ্চয়ই পাবেন কবি। তারপর সুরেন তুমি চুপ্‌চাপ্‌ কেন? তোমার সেই চাষের Schemeটা কতদূর কি হল?

সুরেন্দ্র—দেখুন, আপনার কাজ করবার মত বয়স আমার হয় নি। কিন্তু কি কি করব আপনার জন্য, বলুন না ?

নিবেদিতা—যে সব চাষী তোমার জিম্মায় আছে তাদের ভার নাও। তাদের যন্ত্রপাতী যোগাও, ভাল বাড়ীঘর করে দাও, জমির খাজনা কমাও, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাও, বুড়োদের দেখাশোনা কর। একটা জীবনের পক্ষে এই কাজই তো ঢের। পরের জন্য কাজ করাটা যে রীতিমত একটা তপস্যা এটা বোঝ তো ?

জগদীশচন্দ্র—তপস্যা ?

সুরেন্দ্র—জানি, নিজের অজান্তে আপনি আমায় হিন্দু করে তুলতে চান। তাই আপনার সঙ্গে চণ্ডী পড়তে বলেন।

নিবেদিতা—(হাসিয়া) ঠিকই বলেছ বোধ হয়। আমার কাজ করতে চাও না ? ওতেও আমারই কাজ করা হয়।

অবলা—রাত অনেক হল, আজ তাহলে আমরা আসি।

রবীন্দ্রনাথ—সত্যিই কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। আমরাও উঠি। মহারাজ নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

জগদীন্দ্র—নিশ্চয়ই। (সকলেই নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলে ধীরে ধীরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সদানন্দের প্রবেশ।)

নিবেদিতা—আপনি কিছু বলবেন না কি ছোট স্বামীজি ?

সদানন্দ—একটা কথা বলতে চাই।

নিবেদিতা—বলুন।

সদানন্দ—দেখুন স্বামীজির ইচ্ছে নয় যে আপনার এখানে এত লোকজন আসে বিশেষতঃ ব্রাহ্মরা। তিনি আপনাকে হিন্দু অন্তপুরচারিণীর মতই দেখতে ইচ্ছে করেন।

নিবেদিতা—সে কি ? তিনি নিজে এই কথা বলেছেন ? সেদিন যখন মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথকে দেখতে যাব বলি তিনি শুনে কত আহ্লাদ করলেন। তবে—

সদানন্দ—না তিনি নিজে কিছুই বলেন নি। তবে তিনি আপনাকে ঠিক যেরকমভাবে দেখতে চান সেই কথাটাই বললাম।

নিবেদিতা—তিনি তো আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন।

সদানন্দ—সে কথা ঠিকই। কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চান না। তা ছাড়া তিনি বলেন যে সকলকে বাজিয়ে নিতে হবে, আমি কেন অন্যের কথা শুনে চলবো।

(এই সময় সারদামণি প্রবেশ করিলে সদানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিল)

নিবেদিতা—একি, মা, আপনি নিজে (প্রণাম)—একি আমার সৌভাগ্য। আমাকে ডেকে পাঠালেই তো আমি যেতাম।

সারদা—গুরুর ওপর বিশ্বাস রেখো। তোমার সব কাজ সুশৃঙ্খলে সমাধা হবে।

নিবেদিতা—বসুন মা বসুন।

সারদা—না বসবো না, রাত অনেক হল। আমার ছোট বেলার একটা ঘটনা বলি শোন। ঠাকুর একবার গাঁয়ে এসে ছ'মাস কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি অসুস্থ। আমি চৌদ্দ বছরের মেয়ে। প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতাম। অভাবের মধ্যেও তাঁর স্বভাবের দ্যুতি ঠিকরে পড়তো। কি মিষ্টি ব্যবহারই না করতেন আমার সঙ্গে। বিকেলবেলা আমতলায় বসে আমায় পড়তে শেখাতেন। সংসারে সব কিছু তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন। তাঁর মুখ চেয়েই বেঁচেছিলাম। কিন্তু যখন সময় হল, তিনি বললেন "এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমায়।"

নিবেদিতা—তারপর, তারপর—

সারদামণি—আজ কদিন ধরে নরেনের জন্য মনটা কেমন করছে। অনেকদিন হয়ে গেল ছেলেটা আসেনি মায়ের কাছে। মায়ের মন তাই বড়ই চঞ্চল। হাঁ যা বলছিলাম গুরুকে ভালবেসো। তোমার ভালবাসা হক অফুরন্ত।

সাধুপুরুষকে ভালবাসলে আত্মার নবজন্ম হয়। এই তো ভক্ত—ভগবানের ভালবাসা, শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার আলো। চুপ্, যা বলি মুখ বুজে শোন—আমার গুরুকে আমি যেমন ভালবাসতাম তুমিও স্বামীজিকে তেমনি ভালবেসো।

(নিবেদিতা প্রণাম করিলে শ্রীমা আশীর্ব্বাদ করিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

(বেলুড় মঠে স্বামীজির কক্ষ। স্বামীজি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গান গাহিতেছেন।)

(ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের প্রবেশ)

গান

"কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়;
বইছেরে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল্‌রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে মাতায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয়॥"

ব্রহ্মানন্দ—গান শুনে মনে হচ্ছে আজ শরীরটা বোধ হয় তোমার বেশ ভালই আছে।

সারদানন্দ—কদিন যা ভবিয়ে তুলেছিলে।

বিবেকানন্দ—আজ ভালই আছি। যাবার সময় হ'ল রে। এবার তোরা মঠের কাজকর্ম্ম বুঝে আমাকে ছুটি দে।

সারদানন্দ—সে কি কথা?

বিবেকানন্দ—হাঁরে, আমার অবর্ত্তমানে যাতে কোন গোলমাল না হয় তাই আমি একটা লিষ্ট্ তৈরী করেছি পরপর কে অধ্যক্ষ হবে এই মঠের। প্রথমে ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু একটা আক্ষেপ রয়ে গেল—মেয়েদের জন্য একটা মঠ করে যেতে পারলাম না। মেয়েদের পুজো করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ—সে জাত কখনও বড হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা।

ব্রহ্মানন্দ—সে কি, প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে এসে তুমি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দেবার সময় তন্ত্রকে কত গালমন্দ করলে। এখন আবার তন্ত্রসমর্থিত স্ত্রীপুজার সমর্থন করে নিজের কথা নিজেই যে বদলাচ্ছো।

বিবেকানন্দ—ভুল, তন্ত্রের বামাচার মতটা পরিবর্ত্তিত করে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি তারই নিন্দা করেছিলাম। তার মানে মাতৃপূজার নিন্দা নয়। ভেবেছিলাম এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রীমঠ Start করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের Central figure হয়ে বসবেন। আর পরিচালনার ভার তুলে দিতাম আমার বিদেশীনি চেলীদের হাতে—

সারদানন্দ—চেলী আবার কি?

বিবেকানন্দ—(হাসিয়া) চেলা যদি হতে পারে তো চেলী হবে না কেন? জয়া, ধীরামাতা ও নিবেদিতা—

(নিবেদিতাব প্রবেশ)

নিবেদিতা—জয়া, ধীরামাতা, নিবেদিতা কি করবে গুরুদেব?

বিবেকানন্দ—এই যে তুই এসেছিস, বস্ বস্। ওরে নিবেদিতা আজ এখানে খাবে সব ব্যবস্থা করে দে।

ব্রহ্মানন্দ—খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। (দুজনেরই প্রস্থান)

নিবেদিতা—সে কি স্বামীজি, আজ একাদশী, আজ আপনি খাবেন না আর আমি খাব।

বিবেকানন্দ—হাঁ রে আজ আমি নিজে দাঁড়িয়ে তোকে খাওয়াব।

(একজন ব্রহ্মচারী খাবার আনিল ও আসন ও জল দিয়া ঠাঁই করিয়া দিল)

বসো নিবেদিতা খেতে বসো। বিলেতে একদিন তুমি আমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছিলে। কিন্তু তা আর হল না। তুমি খেতে আরম্ভ কর—আমি পাখার হাওয়া করছি।

নিবেদিতা—ছিঃ ছিঃ, আপনি হওয়া করবেন কি? আমি খাচ্ছি। (খাইতে আরম্ভ করিল)

বিবেকানন্দ—আমাদের আয়োজন খুবই সামান্য। ভাত, আলুভাতে, কাঁঠাল-বিচিভাতে আর দুধ। তোমার খেতে খুবই অসুবিধা হবে।

নিবেদিতা—এর চেয়ে বেশী আজতো আর আমি খাই না আপনি তো জানেন স্বামীজি। (জল খাইল)

বিবেকানন্দ—একি তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল। (নিবেদিতা উঠিয়া পড়িলে স্বামীজি তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিয়া একটি তোয়ালে দিয়া তাহার হাত মুছাইয়া দিলেন।)

নিবেদিতা—একি গুরুদেব, কোথায় আমরা আপনার সেবা করবো তা না আপনি—

বিবেকানন্দ—যীশুখৃষ্ট কী করেছিলেন? তিনি কি তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন নি?

নিবেদিতা—কিন্তু সে তো শেষদিনে।

বিবেকানন্দ—ঠিক তাই। (নিবদিতা স্বামীজির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।) শোন, এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে। শোনা যায়, তারা এত গোঁড়া যে প্রত্যেক নবজাত শিশুকে ঘরের বাইরে ফেলে

রেখে বলে—যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তোমার মৃত্যু হোক, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, দীর্ঘজীবী হও। শিশুকে তারা যা বলে থাকে, আজ আমিও তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু কথাটাকে উল্টে দিয়ে—যাও, কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন সার্থক হও। (নিবেদিতা প্রণাম করিল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্মশান। স্বামীজির চিতা জ্বলিতেছে দেখা যাইতেছে। অদূরে একটি গাছতলায় নিবেদিতা বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত। ধীরে সদানন্দ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষেও জল।)

নিবেদিতা—জয়, জয় গুরু মহারাজ কী জয়।

নেপথ্যে মাইক—মহেশ্বর বর দিয়েছেন আমায়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হলে আমার মৃত্যু হবে না। ইচ্ছামৃত্যুর বর।

(কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় মাইকে শোনা যাইবে)

নেপথ্যে মাইক—সমস্ত স্নেহ দিয়ে তোমায় অবিরত ঘিরে রাখবো—মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকবো তোমার পাশে।

(চিতার আগুন আরও উজ্জ্বল হইল। হঠাৎ হাওয়ায় চিতা থেকে স্বামীজির পরণের গেরুয়া কাপড়ের একটা টুকরো আসিয়া নিবেদিতার কোলের উপর পড়িল। সেটা লইয়া)

নিবেদিতা—ঠাকুর, এ জীবনের সব কাজ নিয়ত যেন তোমারই অন্তরের কামনাকে রূপ দিতে পারে, আমার নয়। হর! হর! শিব! শিব! (কাপড়ের টুকরাটিকে মাথায় ঠেকাইয়া) প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বেলুড়মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কক্ষ। ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। ভট্টাচার্য এক কোণে বসিয়া গাঁজা টানিতেছে)

ভট্টাচার্য্য—এজ্ঞে ঠাকুরমশাই, সিস্টার তাহলে আজকাল খুব গরম গরম বক্তৃতা করেছেন।

সদানন্দ—শুধু বক্তৃতা কি? আর যা লেখা লিখছেন সাহেবরা তো একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। ওর বাড়ীতো আজকাল ভারতের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

ব্রহ্মানন্দ—সবাই বুঝি লেখা নিতে আসে। তা কে কে আসেন লেখা নিতে?

সদানন্দ—বিপিন পাল আসেন 'নিউ ইণ্ডিয়ার' জন্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আসেন 'প্রবাসী'ও Modem Reviewর জন্য, 'অমৃতবাজারের' জন্য আসেন মতিলাল ঘোষ 'ষ্টেটসম্যানের' জন্য র‍্যাটক্লিফ সাহেব, সতীশচন্দ্র আসেন 'ডনের' জন্য, পৃথ্বিশ রায় আসেন 'নিউ ওয়ার্লডের' জন্য। এছাড়া ডাকযোগে অনুরোধ আসে মাদ্রাজের 'হিন্দু' থেকে, তিলকের 'মহারাষ্ট্র' হতে আর বোম্বাইএর 'ইন্দুপ্রকাশ' হতে। এছাড়াও লণ্ডনের 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ' আমেরিকার 'বোষ্টন হেরাল্ডে' লিখে থাকে নিবেদিতা।

ভট্টাচার্য্য—ঠাকুরমশাই যে একগাদা লোকের নাম করে গেলেন অত লোকের নাম আমি মনে রাখি কেমন করে?

ব্রহ্মানন্দ—দেখো ভট্টাচার্য্য আমাদের কথার মধ্যে তুমি কথা বলতে আসো কেন? গাঁজার কল্কে টানছো ভাই টানো। এসব কথায় কান দেবার

দরকার নেই। নরেনের আস্কারায় তুমি দিন দিন মাথায় উঠছো। পাগল ছাগল বলে যতো কিছু বলিনা। তা তুমি যে বলছিলে ভারতের মিলনক্ষেত্র —তাহলে আরও বহু লোক আসেন বলো।

সদানন্দ—হাঁ, তা বহুলোক আসেন বৈ কি।

ব্রহ্মানন্দ—কি রকম?

সদানন্দ—এই ধরুন কবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও অসীত হালদার, রাজনৈতিক বিপিন পাল, সি, আর. দাস, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক দীনেশ সেন ও বিনয় সরকার, সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত আর মাঝে মাঝে সর্ব্বভারতীয় নেতা গোকলে, তিলক ও উপস্থিত হন। তাছাড়া অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ ও অন্যান্য মহামহা বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটিতো বোসপাড়া লেনের ঐ ছোট্ট বাড়ীটি।

ভট্টাচার্য্য—(আপনমনে) বিপ্লবীদের গুপ্তঘাঁটি—এ কথাটাও মনে রাখতে হবে। যা ভুলো মন ভুলে না যাই—হাঃ হাঃ।

(নিবেদিতাব প্রবেশ)

নিবেদিতা—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

ব্রহ্মানন্দ—হাঁ, বসো নিবেদিতা। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। মন দিয়ে শোন।

নিবেদিতা—আদেশ করুন।

ব্রহ্মানন্দ—স্বামীজী তোমাকে এদেশে আনিয়েছিলেন কি জন্য?

নিবেদিতা—কাজ করবার জন্য।

ব্রহ্মানন্দ—কি কাজ?

নিবেদিতা—আমার কাজ সর্ব্বোতোভাবে ভারতের সেবা করা।

ব্রহ্মানন্দ—'হিন্দু' কাগজে তোমার মাদ্রাজ বক্তৃতার রিপোর্ট পড়ে মনে হল খুব গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছো।

নিবেদিতা—তাতে কি আপনারা ভয় পেয়েছেন ?

ব্রহ্মানন্দ—ভয় ব্যক্তিগতভাবে নয়, ভয় মঠের জন্য। এখনও তোমার নাম মঠের সঙ্গে একটু জড়িয়ে রয়েছে।

নিবেদিতা—তাহলে আমাকে কি করতে বলেন ?

ব্রহ্মানন্দ—হয় তুমি রাজনীতি ছাড়, না হয় আমাদের ছাড়। এই দুই'এর একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে।

নিবেদিতা—কেন ? গুরুজী তো এমন কথা আমাকে বলে যাননি।

ব্রহ্মানন্দ—কিন্তু স্কুলের কাজই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?

নিবেদিতা—না।

ব্রহ্মানন্দ—সত্যি কথা বলতে কি আমাদের ভয় পাছে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে এই মঠের ওপর।

নিবেদিতা—হেতু ?

ব্রহ্মানন্দ—তোমার মাদ্রাজ বক্তৃতা।

নিবেদিতা—(কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া পুনরায় বসিয়া) আমি রাজনীতি ছাড়তে পারবো না। আমি এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি।

ভট্টাচার্য—(আপন মনে) ওরে বাবা এযে খাপখোলা তলোয়ার। সাহেবগুণো এবার কচাং কচাং।

ব্রহ্মানন্দ—তাহলে এক কাজ কর। একখানি খোলাচিঠি লিখে কলকাতার সব কাগজে ছাপিয়ে দাও যে তুমি স্বেচ্ছায় মঠ ত্যাগ করছো।

নিবেদিতা—বেশ তাই হবে। একখানি কাগজ ও কলম আনিয়ে দিন আমি এখনি লিখে দিচ্ছি। (সদানন্দ কাগজ কলম আনিলে নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিল) এই নিন।

ব্রহ্মানন্দ—শরৎ তুমিই পড়।

সারদানন্দ—(পাঠ) We have been requested to inform the public that at the conclusion of the days of mourning for the Swami

Vivekananda it has been decided betweeu the members of the Order at Belur Math and Sister Nivedita that her work shall henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction of authority.

নির্বেদিতা—আজ থেকে আমি রামকৃষ্ণের নিবেদিতা কিন্তু মিশনের নই। কিন্তু তাবলে আশা করি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। বিপদের সময় যেন আপনাদের ব্যক্তিগত সাহায্য পাই।

(সারদামণির প্রবেশ)

সারদামণি—সম্পর্ক ছিন্ন করবো বললেই কি ছিন্ন করা যায় মা? তুমি যে ঠাকুরের নিবেদিতা, বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

নিবেদিতা—(প্রণাম করিয়া) তুমি এখানে কখন এলে মা?

সারদানন্দ—পুজোর তো আর বেশী দেরী নেই তাই মাকে একবার নিয়ে এলাম জয়রামবাটী থেকে।

সারদামণি—তেমোর স্কুল বেশ চলছে তো মা? কতগুলি মেয়ে হ'ল তোমার ছাত্রী?

নিবেদিতা—তা আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই চলছে মা। মেয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। আপনি যখন এসেছেন তখন আর আপনাকে ছাড়ছি না। ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে। অমার সঙ্গেই আপনি বাগবাজারে চলুন।

ব্রহ্মানন্দ—সদানন্দ তুমিও সঙ্গে যাও।

(সদানন্দের সহিত সারদামণিরও নিবেদিতার প্রস্থান)

ভট্টাচার্য্য—গঙ্গার এপার থেকে ওপার—বেলুড় থেকে বাগবাজার—শান্তির পথ থেকে আগুনের পথ—দাউ দাউ জ্বলবে—এক ব্যাটাও রক্ষে পাবে না—দেখতে হবে—দেখতে হবে—আগুণের ফুল্‌কী—হাঃ হাঃ হাঃ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের কক্ষ। সাধারণ একখানা ঘর। চেয়ার ও টুলের ওপর যন্ত্রপাতি এদিক ওদিক ছড়ানো। মেঝেতে টেস্ট-টিউব ও রাশি রাশি কাগজপত্র ছড়ানো। কাগজে নানারকম আঁকা। কয়েকটি টবে ছোট ছোট গাছ তারমধ্যে একটি লজ্জাবতী লতা। তন্ময় হয়ে গবেষণা করছেন। মাঝে মাঝে মাইক্রোস্কোপে কি যেন দেখছেন। একটি চেয়ারে নিবেদিতা মনোযোগ সহকারে একটি ফাইল পড়িতেছেন।)

জগদীশ—জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে আমি দেখেছি। কোন ভুল নেই—জড়ও চৈতন্যময়। প্রাণ সর্ব্বত্র এমন কি ধাতুও প্রাণবন্ত। একদিন তার নাগাল পাবই। প্রথমে গাছপালায়। তারপর পাথরে যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করবই। আছে আছে—আমি জানি, নিশ্চয়ই আছে।

নিবেদিতা—(বিস্ময়ে হতবাক্। কিছুক্ষণ বাদে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দেখিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিক তাকাইয়া) আমায় যা বলছো, তা তোমার লিখে ফেলা উচিত।

জগদীশ—সে কল্পনাকে রূপ দেব কেমন করে? আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে পারি কিন্তু লিখতে তো ভাল পারি না।

নিবেদিতা—আমি তো আছি।

জগদীশ—সত্যি বলছেন, আপনি লিখে দেবেন।

নিবেদিতা—নিশ্চয়ই, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেবে আমি তাতে দেব ভাষা।

জগদীশ—আমার বইএর নাম দেব—"উদ্ভিদের সাড়া"।

(এই সময় কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ)

রবীন্দ্রনাথ—　"বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"

জগদীশ—ভুল বন্ধু ভুল, কোন জয়মাল্যই আমি আনতে পারিনি। পরাধীন দেশের এক দরিদ্র বৈজ্ঞানিকের আর কতটুকু ক্ষমতা? তাই আমার ভাগ্যে বেতারের আবিষ্কারের জয়মাল্য লাভ সম্ভব হল না। এবার চেষ্টা করছি প্রমাণ করতে গাছেরও প্রাণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ—গাছের প্রাণ—কথাটা মন্দ নয়। ভারতবর্ষের ঋষিগণ বলেছেন—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি।"

নিবেদিতা—ঠিক কথা। এই কথাটাই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে চায়।

জগদীশচন্দ্র—কবি ঠিকই বলেছেন। তিন হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের সেকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। তাঁরা কল্পনা দিয়ে যে চেতনার উপলব্ধি করেছিলেন, আমি তাকেই সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করছি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোন থেকে। লজ্জাবতী লতাতে প্রকাশ্য ভাবেই দেখা যায় যে মানুষের স্পর্শে সে কাতর হয়ে পড়ে। অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রেও এটা আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি। সিস্টার আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ—জয় হক তোমার

"যেদিন ধরণী ছিল ব্যাথাহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।

প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে মর্মরে।"

যদি কবির কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলতে দ্বিধা কোর না বন্ধু।

জগদীশ—একদিকে সিস্টার নিবেদিতা আর একদিকে তুমি যদি থাকো তাহলে বোধহয় অসম্ভবও সম্ভব করতে পারবো। আপাততঃ অর্থের খুবই প্রয়োজন কারণ ওদের দেশে না যেতে পারলে এই তথ্য প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়।

নিবেদিতা—দেখি আমি কতদূর কি করতে পারি।

জগদীশ—আপনি আর এবিষয়ে কি করতে পারবেন? স্কুলের জন্যই তো আপনাকে ভিক্ষার ঝুলি বইতে হয়।

নিবেদিতা—তা বটে। তবু আমি একবার ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনকে অনুরোধ করবো যাতে ভারত সরকার কিছু সাহায্য করেন। আর তাছাড় আমার বন্ধু স্বামীজির শিষ্যা মিস্ ওলিবুলকেও লিখবো।

রবীন্দ্রনাথ—ভারতসরকার কতদূর সাহায্য করবেন তা বলা খুবই শক্ত। তবে আমি কিছু চেষ্টা করবো। আমি ধনীর পুত্র হয়ে জন্মেছি সত্য কিন্তু আমার নিজের কোন অর্থ নেই। তবে আমার বন্ধু ত্রিপুরার মহারাজ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

জগদীশ—ধন্যবাদ দিয়ে আর তোমার বন্ধুত্বকে ছোট করবো না। সারাদিন বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। তুমি এসে তবু তোমার কাব্যসুধার একটু নমুনা দিয়েছ। বাকীটা তোমার সঙ্গীতে আশা করি আমার অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারবো।

নিবেদিতা—আমাকে আবার এখনি যেতে হবে একবার অরবিন্দের কাছে তাঁকে বরদা থেকে আনতে পেরেছি। তিনি আর তাঁর ভাই বারী চমৎকার কাজ করছেন। আজ আমারও একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার দরকার আছে। আমাকেও শীঘ্র বিলেত যেতে হবে একবার মার অসুখ বেড়েছে খবর পেয়েছি। সেখানেই খোকার সঙ্গে আবার দেখা

হবে আশা করছি। কিন্তু কবির গান না শুনে তো আমিও যেতে পারছি না। আরম্ভ করুন।

গান

রবীন্দ্রনাথ—"জয়যাত্রায় যাওগো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব।
আঁচল বিছায়ে রাখি, পথ ধুলা দিব ঢাকি
ফিরে এলে হে বিজয়ী হৃদয়ে বরিয়া লব।"

তৃতীয় দৃশ্য

(গ্রে ষ্ট্রীট্। সম্মুখে একটি দোতলা বাড়ী। তাহার দরজাটি মঞ্চের মধ্যিখানে। দরজার পাশে লেখা আছে—'বন্দেমাতরম্' কার্য্যালয়। ঝড়জল হইতেছে ও বিদ্যুত চমকাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

ভট্টাচার্য্য—জলে ভিজে একেবারে চুপ্‌সে গেছি। পুলিশ এখন অরবিন্দ ঘোষের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। আমিও তক্কে তক্কে আছি বাবা। কদিন আগেও তাকে দেখেছি এই বাড়ীতে ঢুকতে। একবার অরবিন্দ ঘোষকে ধরিয়ে দিতে পারলে হয়। ওটাই হল দলের পাণ্ডা। বাকীগুলোতো প্রায় সব ধরাই পড়েছে। তাইতো পুলিশ ফৌজ এনে আমিও ঘাপটি মেরে বসে আছি। কি দুর্য্যোক! বাছাধন একবার বের হলেই ঘপাং করে ধরবো।

(ভিখারিনীর প্রবেশ। সেও জলে ভিজিয়াছে। কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নি বর্ষিত হইতেছে। তাহার হস্তে একটি রিভালভার।)

ভিখারিনী—আর তোমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেব না। আমার সোনার

ছেলেদের তুমি ধরিয়ে দেবে ভেবেছো। এই নাও তার প্রতিফল।
(রিভালবার হইতে দুইবার গুলি বাহির হইল।)

ভট্টাচার্য্য—আঃ, আঃ (পড়িয়া গেল) কে, কে তুমি এমন সর্ব্বনাশ করলে ?

ভিখারিনী—কে আমি ? আমি পাগলী—আমি ডাইনী—হাঃ হাঃ হাঃ। কিন্তু কেন, কেন তুমি এমন কাজ করলে ? কেন দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে ?

ভট্টাচার্য্য—কে তুমি ? (ভিখারিনী কাছে আসিলে) তোমায় যেন কোথায় দেখেছি—তুমি, তুমি কি—

ভিখারিনী—হাঁ। আমি, আমি গৌরীর মা। তোমাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম আমার সোনার ছেলেদের তুমি ধরিয়ে দিচ্ছ—আমার দেশের প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকা করছো—তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না, আমার হাত থেকে গুলি বার হয়ে গেল। কিন্তু তুমি, তুমি কেন একাজ করলে ?

ভট্টাচার্য্য—আমি ? আমি জানি এরাও চায় আমারই মত ইংরেজকে তাড়াতে তবু—তবু আমি কেন এদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম ? আঃ, আঃ, আমি জানি আজ যদি এরা অরবিন্দ বারীন ঘোষকে ফাঁসি দেয়—হাজার হাজার ছেলে জেগে উঠবে—হাজার অরবিন্দ, বারীন, প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম হয়ে ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবে। কে জানে হয়তো ভুল করেছি—আঃ, আঃ—বিদায়—মা তোমার প্রতিশোধ দেখে যেতে পারলাম না—আঃ (মৃত্যু)।

(বাহিরে কয়েকবার পুলিশের হুইশল বাজিয়া উঠিল। একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর ও একজন কনেষ্টবলের দ্রুত প্রবেশ।)

ইনস্‌পেক্টর—গুলির আওয়াজ শুনেছি। বোধহয় এইদিক থেকেই আওয়াজ হয়েছে। এই যে, এই মেয়ে মানুষটার হাতে রিভালবার। Hands up—সোজা দাঁড়াও। যদি প্রাণের ভয় থাকে, অস্ত্র ফেলে দাও।

ভিখারিনী—ভয় দেখাচ্ছ? হাঃ হাঃ হাঃ—যে নিজের স্বামীকে গুলি করে মারতে পারে তার আবার কিসের ভয়—হিঃ হিঃ হিঃ।

ইনস্‌পেক্টর—তাইতো, এইতো এখানে ভট্টাচার্য্য মরে পড়ে আছে (ইনস্‌পেক্টর ও কনেষ্টবল সেইদিক ফিরিলে ভিখারিনী নিজের গলায় গুলিবিদ্ধ করিল।)

ভিখারিনী—আঃ—স্বামীহত্যার প্রায়শ্চিত্ত্য। (মৃত্যু)

ইনস্‌পেক্টর—এটাও মরেছে, আপদ গেছে। বাড়ীর সামনে এসেই ভট্টাচার্য্য প্রাণ হারালো কেন? তবে কি এই বাড়ীতেই? দেখো রামভজন, তুমি এখানে পাহারায় থাকো। আমি আর সব পুলিশ ডেকে এই বাড়ী ঘিরে ফেলছি। তুমি এখান থেকে নড়বে না। কোন সাহেব ছাড়া আর যে কেউ এদিকে আসবে তাকেই এ্যারেষ্ট করবে। (প্রস্থান, ঝড় জল আরও বাড়িবে। তারই মধ্যে একজন সাহেব সর্ব্বাঙ্গ ওয়াটার প্রুফ্‌ ও ফেল্টহ্যাটে ঢাকা অবস্থায় প্রবেশ করিল। চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া থামিল। কনেষ্টবল তাহাকে দেখিল কিন্তু সাহেব বলিয়া কিছু বলিল না। দরজায় তিনবার টোকা দিলে দরজা খুলিয়া গেল এবং সাহেব ঢুকিয়া গেলে আবার বন্ধ হইল।

চতুর্থ দৃশ্য

('বন্দেমাতরম' কার্য্যালয়ের একটি কক্ষ। সতীশ, রমেশ, নরেশ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক একধারে প্রেসের কাজ করিতেছে। অন্যধারে একটি ছোট টেবিলের স্তুপাকার কাগজপত্র ও বই এর সামনে একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া অরবিন্দ ঘোষ একমনে কিছু লিখিতেছে।)

সতীশ—আচ্ছা স্যার, আমরা কি ঠিক পথে চলেছি? এর পরিণাম কি ঘটতে পারে?

অরবিন্দ—তা আমি জানি না। এই আত্মত্যাগের জন্য পুরস্কার আশা করাও যেমন উচিত নয়, তেমনি বিপদের সম্ভাবনা কতখানি আগে ভাগে তাও

খতিয়ে দেখবার অধিকার আমাদের নেই। নির্ভীক হতে হবে, এটাই আসল কথা। বুকের রক্ত যেন কাপুরুষতার সকল অপবাদ ধুয়ে মুছে যায়।

রমেশ—বোমা ফাটাবার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

অরবিন্দ—নিশ্চয়ই আছে। সিস্টার নিবেদিতা কি বলেন জান ? তিনি বলেন—"বোমা না ফাটালে ইংরেজ এক কণিকাও দেবে না। আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।" স্বয়ংবরে কৃষ্ণাকে পাওয়ার জন্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্যবেধ করতে হয়েছিল শুধু জলে ছায়া দেখে—তাঁর হাত কাঁপে নি, দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয় নি। ভারতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—এটা শুধু মুখে বললে চলবে না। অস্ত্র ধরতে হবে গুলী ছুঁড়তে হবে, শত্রুকে আঘাত হানতে হবে, রক্ত ঢালতে হবে, ইংরেজকে রুখে দাঁড়াতে হবে, তবেই না ইংরেজ আমাদের সম্মান করবে।

নরেশ—কিন্তু স্যার অহিংসাও তো ধর্ম্ম।

অরবিন্দ—কিন্তু দুর্ব্বলের অহিংসা পাপ। মনে নেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে। (এই সময় ওয়াটার প্রুফ্ পরিহিত সাহেবের প্রবেশ।) কে—কে—(টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া রিভালবার বাহির করিয়া) কে তোমাকে দরজা খুলে দিল ?

সাহেব—আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"দেশমাতা এক সহস্র যুবক 'বলি' চান।"

অরবিন্দ—কে আপনি ?

সাহেব—কে আমি ? তাহলে আমাকে চিনতে পারছেন না ? ছদ্মবেশ আমার তাহলে সার্থক হয়েছে।

(টুপি খুলিলে দেখা গেল ছদ্মবেশে নিবেদিতা)

অরবিন্দ—একি, সিষ্টার? আপনি? আপনি এ বেশে এ সময় কোথা থেকে? আপনি ইংলণ্ড থেকে ফিরলেনই বা কবে? কোন খবরইতো পাই নি।

নিবেদিতা—পরশু বোম্বেতে এসেছি। এ দেশে আসবার আগেই খবর পেয়েছি যে পুলিশ ভীষণ ধরপাকড করছে এবং হয়তো আমাকেও সন্দেহ করে। তাই এবার ছদ্মবেশেই ভারতবর্ষে নেমেছি। বোম্বেতে নেমেই খবর পেলাম পুলিশ আপনার পেছনে লেগেছে আপনাকে খুঁজছে। তাই কলকাতায় এসে সোজা আপনার কাছেই এসেছি। এখানে এসেও দেখলাম পুলিশ এ বাড়ী ঘিরে ফেলছে। আর সময় নেই। আপনাকে এখনি যেতে হবে।

অরবিন্দ—সে কি, কোথায় যাব? এসব ফেলে কেমন করে যাব?

নিবেদিতা—সব ফেলেই এখনি যেতে হবে আপনাকে। খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা গঙ্গার ঘাটে চলে যান। সেখানে আমার নৌকো আছে। তাতে করে এখনি চন্দননগর start করুন। একবার ফরাসী এলাকায় পৌছতে পারলে আর ইংরেজ পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। নিন্, উঠুন তাড়াতাড়ি।

অরবিন্দ—কিন্তু আমার 'বন্দেমাতরম' কাগজের কি হবে?

নিবেদিতা—আমি তো আছি।

অরবিন্দ—আপনি বরাবর দেখবেন?

নিবেদিতা—কতদিন দেখতে পারবো জানি না কারণ আমার শরীরও খুব খারাপ। তবে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যতদিন সম্ভব আমি বন্দেমাতরমের ভার নেব।

অরবিন্দ—তবে বিদায়। বিদায় বন্ধুগণ! বিদায় সিষ্টার—জানিনা আর দেখা হবে কি না। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(দার্জ্জিলিং। নিবেদিতা রোগশয্যায় শায়িতা। মাথার কাছে একটা জানালা খুলিলে হিমালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। একটি ছোট টুলে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট।)

নিবেদিতা—আঃ, এতদিনে শান্তি পেলাম। 'Master as I saw him' লেখাটাও শেষ হল।

জগদীশ—সত্যিই অপূর্ব্ব হয়েছে। পড়লে মনে হয় যেন স্বামীজিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

নিবেদিতা—তুমি তো আমার সব লেখাই বল অপূর্ব্ব। লণ্ডনে আমার লেখা The web of Indian life পড়ে তো একদিন কেঁদেই ফেললে।

জগদীশ—কাঁদবো না। বাগবাজারে একটা ছোট্ট মেয়েকে মরতে দেখে আপনি তার মার চোখের জল মোছাতে Kali the Mother এর অবতারণা করলেন, সে পড়ে কি আর আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারি?

নিবেদিতা—ওঃ মৃত্যুর সঙ্গে সেই আমার মুখোমুখি। তারপর কত দেখলাম— গুরুকেও চলে যেতে দেখলাম। আজ আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে।

অবলা—কি যা তা বলছেন? একটু চুপ করুন তো। ডাক্তার সরকার আপনাকে বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন।

নিবেদিতা—ডাঃ সরকার খুব বড় ডাক্তার তা আমি জানি কিন্তু মানুষের ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। তুমি আমার যে রকমটা সেবা করলে আমার বোন May যদি আজ এখানে থাকতো সেও এ রকমটা নিশ্চয়ই করতে পারতো না।

অবলা—কি যে বলেন, সেবার বিদেশে আমার যখন খুব অসুখ হয় তখন কি আপনি মায়ের মত বড় বোনের মত বুক আঁকাড়ে পড়ে থাকেন নি? সে কি আমরা ভুলে যেতে পারি? আমি আর কতটুকু বা করতে পেরেছি? নার্সিংএর আমি জানিই বা কি?

নিবেদিতা—ঐ বুদ্ধ মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে দেখো কি সুন্দর কি জ্যোতির্ম্ময়। খোকা ঐ জানালাটা খুলে দাও তো। (জগদীশচন্দ্র জানালা খুলিয়া দিলে) আঃ নাগাধিরাজের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। শিব, শিব। তোমার মনে পড়ে অবলা সেবার আমরা যখন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলাম সেখানে বোধি-বৃক্ষতলে এক অদ্ভুত জাপানী ভদ্রলোক দেখেছিলাম। কি যেন তাঁর নাম?

জগদীশচন্দ্র—ফুজী।

নিবেদিতা—হ্যাঁ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুজী সেই বোধিবৃক্ষতলে এসে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন—

"নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতমচন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণণ্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।"

আঃ-আঃ-আবার সেই ব্যথাটা জেগে উঠেছে।

অবলা—তখন থেকে বারণ করছি অত কথা বলবেন না। তা তো শুনবেন না নিন্ এই ওষুধটা খেয়ে ফেলুন (ঔষধ খাওয়াইল)

নিবেদিতা—এখন বলবো না তো আর কখন বলবো? আর তো সময় হবে না। খোকা, তোমার মনে আছে কি না জানি না ঐ বুদ্ধগয়ায় আমি প্রথম বজ্রচিহ্ন দেখি। কি যে ভাল লেগেছিল কি বলবো। মহামতি গোকলে ও বালগঙ্গাধর তিলক দুইজনকেই বলেছিলাম যে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকায় এই বজ্রচিহ্নটি রাখতে। কিন্তু ওদের কারুরই মত হল না। কেউ এই চিহ্নটি বুঝলে না।

জগদীশ—আক্ষেপ করবেন না। আমার যদি কখনও টাকা হয় তাহলে সর্ব্বাগ্রে একটি বিজ্ঞানমন্দির করবো আর তার শীর্ষদেশে থাকবে ঐ বজ্রচিহ্ন। যাক্, এসব কথা এখন থাক্। অপনি সেরে উঠলেই আমরা এবার

সিকিম যাব। আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। বার হাজার ফুট উঁচুতে ওখানে আছে 'সন্দকফুর' মন্দিব।

নিবেদিতা—সে আর হল না। আমি গুরুর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি।

(এই সময় ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ একঝুড়ি ফল লইয়া প্রবেশ করিল)

গণেন্দ্রনাথ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই ফল পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনি অসুস্থ সেকথা তো তাঁরা জানেন না।

নিবেদিতা—ফল এনেছেন বেশ, বেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বলেছিলেন, ছুটি হলে আম দেবেন।

জগদীশ—কি যাতা বলছেন ?

নিবেদিতা—এবার যাবই। স্বামীজি বলে গেছেন, আমি চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই মরবো। মনে মনে হিসেব করছিলাম আর কদিন বাদেই তো চুয়াল্লিশে পড়বো।

অবলা—কি এমন বয়স আপনার ? এখনো কত কাজ করবেন।

নিবেদিতা—জান স্বামীজি দেহ রেখেছেন উনচল্লিশে। একটা গল্প বলি শোন। ঘটনাটা স্বামীজি মারা যাবার কিছুদিন আগে। একদিন বেলুড় মঠের এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করবার জন্য আমার ডাক্ পড়ে। সেইদিন মিস্ জোসেফিন্ ম্যাকলাউড্‌কে স্বামীজি বলেন 'আমি কখনও চল্লিশে পৌঁছবো না।' জোসেফিন্ বল্‌লে—কিন্তু স্বামীজি, বুদ্ধদেব চল্লিশ থেকে আশী বছরের আগে তো তাঁর জীবনের বড় কাজ করেন নি। স্বামীজি বল্‌লেন—"আমার যা বাণী তা আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে যেতেই হবে। কেন জান ? বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বড় হতে দেবে না। ছোটদের জন্যে স্থান করবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।" স্বামীজির সেই কথাই আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে আঃ, কি সুন্দর গান ভেসে আসছে। কে যেন গাইছে।

নেপথ্যে গান

যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে ।
একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরিয়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জলো রে ॥
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে ।
এক্‌লা চলো, এক্‌লা চলো,
এক্‌লা চলো রে ॥

নিবেদিতা—আঃ, আঃ আবার ব্যথাটা জেগেছে। (অবলা ঔষধ দিতে গেলে) না না আর ওষুধ নয়। বল—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহিনিত্যম্ ॥"

(সকলে মিলিয়া আবৃত্তি করিল)

অবলা—খুব কি কষ্ট হচ্ছে ?

নিবেদিতা—অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া চল, অজ্ঞানান্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম, আমার নিকট জ্যোতির্ম্ময়রূপে আবির্ভূত হও।

জগদীশ—সিষ্টার, সিষ্টার—

নিবেদিতা—The boat is sinking. But I shall see the sunrise.

—যবনিকা—

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনী কর্তৃক প্রথম অভিনয় রজনী

সেবিকা নিবেদিতা

রচনা ও নির্দ্দেশনা—শ্রীঅমল সরকার **মঞ্চ ব্যবস্থাপনা**—শ্রীমিহির সুর ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য **অনুষ্ঠান সচিব**—শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য **স্মারক**—শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য, শ্রীবাদল রায় **আলোক সম্পাতে**—পারুল বেতার **সহযোগীতায়**—শ্রীব্রজেন চৌধুরী **যন্ত্রীসংঘ**—সুন্দরম্ **রূপ সজ্জা**—বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং **ব্যবস্থাপনায়**—শ্রীতারকনাথ দে

শ্রীরামকৃষ্ণ	নুটবিহারী ধর
স্বামী বিবেকানন্দ	অনিল চ্যাটার্জী
ব্রাহ্মানন্দ	লালমোহন মিত্র
সারদানন্দ	গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য্য
সদানন্দ	কুমার কৃষ্ণ ভাদুড়ী
নিরঞ্জনানন্দ	বারীন চ্যাটার্জী
স্বরূপানন্দ	অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য
গনেন্দ্রনাথ	অজিত হালদার
চার্লস পার্ণেল	সুনীল মুখার্জী
মাইকেল ডেভিড্	তারকনাথ দে
রেভারেণ্ড পিটার	শঙ্কর ব্যানার্জী
স্যামুয়েল নোবল্	হীরালাল ভট্টাচার্য্য
নুরমহম্মদ	উমাকান্ত দত্ত
মৈত্রমহাশয়	হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
চক্রবর্ত্তী	শ্যামল ভট্টাচার্য্য
ঢোল	রাসবিহারী দাস
ভট্টাচার্য্য	জীবন গোস্বামী

রিচার্ড	শৈলেন চ্যাটার্জী
ডাক্তার	প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য্য
গুড্‌উইন	দীলিপ ভট্টাচার্য্য
ম্যাকনীল	তড়িৎ ভট্টাচার্য্য
রামভজন	ভূতনাথ ভড়
কানাইয়া	এন ধর
লছমন	প্রণব দত্ত
ইনস্‌পেকটার	এস, মুখার্জী
কনেষ্টবল	পি, দত্ত
সতীশ	বিবেকানন্দ দাস
রমেশ	সৌরেন রায়
নরেশ	কমল ভট্টাচার্য্য
জগদীশচন্দ্র	রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
রবীন্দ্রনাথ	নরেন গাঙ্গুলী
সুরেন্দ্রনাথ	সুধাংশু পাল
অরবিন্দ ঘোষ	ডাঃ বিশ্বনাথ বসু
নন্দলাল বসু	বি, ভড
জগদীন্দ্রনাথ	বিমলেশ ঘোষ
পিওন	বিজু চৌধুরী
সারদামণি	সবিতা মুখার্জী
মার্গারেট	গীতা দে
ঐ (ছোট)	রমা দাস
অবলা বসু	বীণা চক্রবর্ত্তী
পিয়ারী	গোপা ব্যানার্জী
ভিখারিণী	মমতা ব্যানার্জী